



**উদ্বোধক  
গুরু!**  
লখনউ-এর  
'অর্গানিক'  
রেস্তোঁরা উদ্বোধনে  
প্রধান অতিথি  
হিসাবে আনা হল  
এক গুরুকে  
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

**বিশ্বসেরা  
ছবি**  
এ আইয়ের ছবি  
জিতল বিশ্বসেরার  
পুরস্কার। তবে  
আশ্চর্য এটাই, এই  
পুরস্কার নিতে চান  
না বিজয়ী  
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৯০ সংখ্যা □ ২০ এপ্রিল, ২০২৩ □ ৬ বৈশাখ ১৪৩০ □ বৃহস্পতিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 190 • 20 April, 2023 • Thursday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## যোগীর পুলিশকে নোটিশ পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

# হেফাজতে কীভাবে খুন আতিকরা?

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় কীভাবে প্রাক্তন সাংসদ আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফকে প্রকাশ্যে গুলি করল ৩ আততায়ী? তা জানতে চেষ্টা, উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে নোটিস পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের পুলিশের ডিআইজি সহ পুলিশ কমিশনারের কাছে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে। মানবাধিকার কমিশনের ওই নোটিশে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ চাওয়া হয়েছে। নোটিসে উল্লেখ, এই হত্যাকাণ্ডের সময়, স্থান সহ কী কারণে এমন ঘটনা তা জানাতে হবে। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এবং এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তার নথি চাওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শ্রেফতার ও পরিদর্শন মেমোর নথি, শ্রেফতারের তথ্য পরিবার সদস্যদের দেওয়া হয়েছিল কিনা, তাও জানতে চেষ্টাছে মানবাধিকার কমিশন। মৃত ব্যক্তির কাছে থেকে কোনও কিছু বাজেয়াপ্ত বা উদ্ধার করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়েও জানতে চেষ্টাছে কমিশন। মৃত ব্যক্তির মেডিক্যাল লিগ্যাল সার্টিফিকেটের কপি সহ তার বিরুদ্ধে তদন্তের রিপোর্ট ও জিডি একট্রাক্টের তথ্য (যা ইংরেজি ও হিন্দিতে অনুবাদ) রয়েছে, তাও চাওয়া হয়েছে।

গত শনিবার রাতে প্রয়াগরাজের হাসপাতালে মেডিক্যাল চেকআপে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিক সেজে তিন দৃষ্টী দুই ভাই আতিক-আশরাফকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের একাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, যোগীরাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রিপোর্ট চেয়ে নোটিস পাঠাল যোগীর প্রশাসনকে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই নিহত প্রাক্তন সাংসদ আতিকের আইনজীবী বিজয় মিশ্র বলেন, সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন আতিক আহমেদ (৬০)। তাকে ভুলেও এনকাউন্টারে হত্যা করতে পারে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের কাছে সেই আশঙ্কা আগেই করেছিলেন তিনি। 'আতিকের আইনজীবী জানান, খুনের কথা আগেই আন্দাজ করে তাই দু'টি চিঠি লিখে তা এক বিশুদ্ধ সঙ্গীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন আতিক। নির্দেশ ছিল, তাঁকে যদি খুন করা হয়, তবে ওই চিঠি যেন যথাস্থানে পৌঁছায়। চিঠি শীঘ্রই যথাস্থানে পৌঁছাবে বলে জানিয়েছেন বিজয়।

পুলিশের পাঁচ সদস্য সাময়িক বরখাস্ত : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে সাবেক সংসদ সদস্য আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ আহমেদ হত্যার ঘটনায় পুলিশের পাঁচ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। যে পাঁচজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন স্থানীয় থানা-পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। বাকি চারজনের মধ্যে দুজন পরিদর্শক ও দুজন কনস্টেবল। এই পাঁচজনকে মঙ্গলবার জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। সাময়িক বরখাস্ত হওয়া পুলিশের পাঁচ সদস্যই প্রয়াগরাজের শাহগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আতিক ও আশরাফকে হত্যা করা হয়, সেই এলাকা শাহগঞ্জ থানার আওতাধীন ঘটনাস্থল থেকে তিন বন্দুকধারীকে আটক করে পুলিশ। তাঁরা হলেন-লাভলেশ তিওয়ারি, সানি সিং ও অরুণ মৌর্য। তাঁরা প্রত্যেকে বয়সে তরুণ। ঘটনার সময় তাঁরা জয় 'শ্রীরাম' বলে শ্লোগান দিয়েছিল। বুধবার সকালে প্রয়াগরাজের আদালত এই তিন তরুণকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন। ২৩ এপ্রিল তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে। বিশেষ তদন্ত দল ইতিমধ্যে তিন আসামির জবানবন্দি রেকর্ড করেছে।

## উন্নাওয়ার ধর্মিতার বাড়িতে আগুন দিল অভিযুক্তরা

## জেল থেকে বেরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

উন্নাও, ১৯ এপ্রিল : ফের সংবাদ শিরোনামে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও। গত বছর ১১ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অভিযুক্তদের পাকড়াও করে জেলে পাঠায় পুলিশ। তবে সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েই নির্ধাতিতার বাড়িতে চড়াও হল অভিযুক্তরা। আঙ্গন লাগিয়ে দেওয়া হয় নির্ধাতিতার বাড়িতে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত নির্ধাতিতার ছ'মাসের ছেলে আর দু'মাসের বোন। সোমবার ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে পুলিশ প্রশাসন থেকে প্রথমে খামাচাপা দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু, পরে তা জানাজানি হয়ে যায়। এর আগেও এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী থেকেছে যোগীরাজ্যের এই শহর। ২০১৭ সালে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে একদল বাক্তি। মামলা দায়ের হলে নিপীড়িতার পরিবারকে হুমকি এবং খুনের চেষ্টাও করে অভিযুক্তরা। সোমবারের ভয়াবহ ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই অগ্নিকণ্ড যেন উল্লেখ দিচ্ছে সেই ২০১৭-র স্মৃতি।

নিপীড়িতার পরিবার সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, দু'জন অভিযুক্ত সদলবলে সোমবার রাতে জেলার করে তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপর ওই নাবালিকার মাকে মারধর করে বাড়িতে আঙ্গন লাগিয়ে দেয়। অভিযোগ, মেয়েটি মামলা তুলে নিতে রাজি না হওয়ায় তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য নিপীড়িতার মায়ের বক্তব্য, অভিযুক্তরা আসলে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টাছিল নাবালিকার ছেলেকে। কারণ ধর্ষণের ফলে নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় ওই বাচ্চের জন্ম হয়েছিল। প্রমাণ লোপাটের জন্যই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এর আগেও মামলা প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় ওই পরিবারের উপর নানা অত্যাচার চলেছে। এবছরের ১৩ এপ্রিল মেয়েটির বাবা প্রাণঘাতী হামলার শিকার হন। চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীল শ্রীবাস্তবের কথায়, নাবালিকার বাচ্চা ছেলের শরীরের ৩৫ শতাংশ এবং বোনের শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের দু'জনকেই কনপুরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। কনপুরের এক হাসপাতালে চিকিৎসা চলেছে আহতদের।

## উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, স্বস্তি নামল পাহাড়েও

# তবু ফুটছে কলকাতা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রচন্ড গরমে ফুটছে দক্ষিণবঙ্গ। দুপুরের কলকাতায় বের হওয়া যাচ্ছে না। কার্যত ফুটছে কলকাতা। কবে বৃষ্টি আসবে তার অপেক্ষায় চাতকের প্রতীক্ষা জেলায় জেলায়। তার মধ্যেই স্বস্তির বৃষ্টি নামল শিলিগুড়ির কাছে। শিলিগুড়ির অদূরে সেবক সংলগ্ন শালুগাড়া এলাকায় এদিন বৃষ্টি নামে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে বৃষ্টি স্বস্তি এনে দেয়। আকাশেও মেঘের ঘনঘটা। এদিকে শিলিগুড়িতেও ঝোড়ো হাওয়া বইছে। এর জেরে শহর শিলিগুড়িতে গরমের সেই তীব্রতা অনেকটাই কমে গিয়েছে। এদিকে শিলিগুড়ির কাছেই এই রিমঝিম বৃষ্টির জেরে এলাকায় এখন খুশির হাওয়া। এদিন বৃষ্টি শুরু হতেই অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। বৃষ্টিতে ভিজতে দেখা যায় অনেকেই।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতে এদিন ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। এর জেরে অত্যন্ত স্বস্তি পেয়েছেন শহরবাসী। তবে শুধু শহর শিলিগুড়িতেই নয়, এদিন



ভয়ানক দাবদাহে খাবি খাচ্ছে বাঘমাণ্ডা। বুধবার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে পূর্বাদ্রি দাসের তোলা চিত্র।

পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার একাধিক পর্যটক এদিন দুপুরে দাবি করেছিলেন, সেই ঠান্ডা নৈই পাহাড়ে। দিনের বেলা বেশ গরম করছে। অনেকেই ঠান্ডার খোঁজে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। তবে এদিন বিকাল থেকে পরিস্থিতির কিছুটা বদল হতে শুরু করেছে। বৃষ্টি এনে দিয়েছে স্বস্তি।

এদিকে আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বীরভূমে কালও তাপপ্রবাহ চলবে। ভয়াবহ পরিস্থিতি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত এই তাপপ্রবাহ থাকবে। বুধবার আলিপুরে ৪০.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দমদমে ৪১.৪

ডিগ্রি, মালদায় ৪২ ডিগ্রি, সল্ট লেকে ৪২.২ ডিগ্রি, শ্রীনিকেতনে ৪৩.২ ডিগ্রি, আসানসোলে ৪৩.২ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৪৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রয়েছে। তবে এসবের মধ্যেই আশার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

২১শে এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে, দুই চব্বিশ পরগনায়, দুই মেদিনীপুরে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে এই বৃষ্টি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। কলকাতাতেও হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে আশাওয়া দফতর সূত্রে খবর। তবে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টি কম হলেও তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। এর জেরে অস্বস্তি কিছুটা কমবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গেই বুধবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন শালুগাড়ায় এদিন বৃষ্টি নামে। এর জেরে সেই গরমের তীব্রতা অনেকটাই কমেছে।

## ভাঙড়ে নথি পোড়ানো প্রসঙ্গে মমতা সিবিআই'এর হাত দেখছেন পোড়া নথি বিহারের

স্টাফ রিপোর্টার : ভাঙড়ের আব্দুলগোড়ি এলাকায় সরকারি নথি পোড়ার নেপথ্যে সিবিআইয়ের চক্রান্ত থাকতে পারে। আশঙ্কা প্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিত, তৃণমূলকে ছোট করে দেবার জন্য সিবিআই ভুলেও বা জাল নথি পোড়াতে পারে। মঙ্গলবার সকালে ভাঙড়ের আব্দুলগোড়ি এলাকায় পোড়া কাগজ থেকে নথি উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরঙ্গ। এলাকার কিছু বাসিন্দা বলতে শুরু করেন যে, ওই নথিগুলি নিয়োগ দুর্নীতির হতে পারে। বুধবার নবাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার কাছে এ নিয়ে কোনও তথ্য নেই। আমি এ ব্যাপারে শুনিনি। হতেই পারে এটা বিজেপি, সিপিএম বা আইএসএফের খেলা। না জেনে কোনও মিথ্যা কথা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেব না। তবে এটা সিবিআইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : এরাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির নথি নয়। ভাঙড়ের আব্দুলগোড়ি এলাকায় তিনদিন ধরে যে নথি পুড়ছিল, সেগুলি আসলে বিহার সরকারের। এমনটাই সূত্রের দাবি। মঙ্গলবার সকালে আব্দুলগোড়ি এলাকায় পোড়া কাগজ থেকে নথি উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরঙ্গ। পরে জানা যায়, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও নথি পোড়ানো হচ্ছিল না। ওই ধরনের কোনও আখ্যপোড়া নথি সিবিআইয়ের হাতেও আসেনি বলেই জানা গিয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাননি সিবিআই আধিকারিকরা। বরং বিহার সরকারের কিছু অডিট সংক্রান্ত নথি পোড়ানো হচ্ছিল, এমনই প্রমাণ পেয়েছে সিবিআই। উদ্ধার হওয়া বেশিরভাগ নথিই পরীক্ষা করে সিবিআই আধিকারিকরা জানতে পারেন সেগুলি সবই বিহার সরকারের কৃষি ও মৎস্য দফতরের অডিট সংক্রান্ত নথি। সেগুলি ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরনো। আবার এর সঙ্গে বিহারের খনি সংক্রান্ত কিছু নথি ছিল বলেও খবর। বিহার থেকে নথিগুলো কী করে এ রাজ্যে এল এবং সেগুলি কে বা কারা পুড়িয়ে দিচ্ছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। নথি পরীক্ষার পাশাপাশি ডাকা হয় এলাকার দুই তৃণমূল নেতা গৌতম মণ্ডল ও রাকেশ রায় চৌধুরীকে। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দাদের থেকে ওই জমি স্বল্প পয়সায় কিনে নেন বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা গৌতম মণ্ডল। তারপর সেই জমি বিহারের বাসিন্দা রাজেশ সিক্রে বিক্রি করেন। রাজেশ আবার ওই জমি বিক্রি করে দেন ক্যাপ্টেন তিওয়ারি নামে এক ব্যক্তিকে। গৌতমকে পাওয়া না গেলেও ওই এলাকার উপপ্রধান রাকেশ রায়চৌধুরীকে ডাকেন তদন্তকারীরা। রাকেশ ঘটনাস্থলে এসে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন অফিসারদের সঙ্গে।

## বীরভূমে বিজেপি ছেড়ে শতাধিক পরিবার বামে

সিরাজুল ইসলাম, রামপুরহাট : মালদা'র পর এবার বীরভূম। বিজেপি এবং তৃণমূল ছেড়ে বহু মানুষ লাল পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন। মালদায় শুরু হয়েছিল দু'দফায় সিপিআই-তে যোগদানের মধ্য দিয়ে। তারপর কংগ্রেসেও যোগদানের ঘটনা ঘটেছে। বীরভূমে বিভেদ ও হিংসার রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বি জে পি থেকে বেরিয়ে এসে বামফ্রন্টে কাজ করতে এগিয়ে এলেন বি জে পি র প্রাক্তন জেলা নেতা সহ শতাধিক পরিবার। রামপুরহাট ২

ব্লক এর বুধিগ্রাম পঞ্চায়েত এর বাতিনা গ্রামে এই দলভাগ ঘট। এখানে এক সভায় বি জে পি র প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য কার্তিক মাল সহ শতাধিক তফসিলি পরিবার বি জে পি ছেড়ে বামফ্রন্টের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সেখানে কার্তিক মাল বলেন,এতদিন বি জে পি তে ছিলাম। দেখলাম এই পাটিটা কেবল হিন্দু,মুসলমান মানুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। আমরা শান্তিপূর্ণ মানুষ, এদের এই সব রাজনীতিতে

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। হাওড়া ও হুগলির ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা স্বেচ্ছায় বামফ্রন্টের হয়ে কাজ করার শপথ নিলাম। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের হয়ে কাজ ও লড়াই করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বো। এদের সি পি আই (এম) - এ যোগ দান করার পর দলের পতাকা হাতে তুলে দেন রামপুরহাট এরিয়া কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক, নুরুল ইসলাম, বানু শেখ, কামাল হাসান। ঘটনাটি ঘটেছে

শনিবার। নেতৃত্বদ্ব বলেন এতদিন ধরে বি জে পি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিভাজন করে ভোটের রাজনীতি করেছে। তারা দেশকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল করতে চাইছে। তারা দেশের সংবিধান মানে না। কর্পোরেট সংস্থার কাছে দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সংহতি নিরাপত্তা নিয়ে এরা কিছুই ভাবছে না। কায়াম করতে চাইছে ফ্যাসিবাদ। দেশ থেকে এদের হটাতে হবে। না হলে সর্বশাস্ত হয়ে যাবে সব।

## বেসরকারি বাসে ভাড়ার তালিকা টাঙাতেই হবে

## বাড়তি টাকা নিলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : সমস্ত বেসরকারি বাসে এবার টাঙাতে হবে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা। হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে সমস্ত বাস সংগঠনকে এ বিষয়ে চিঠি দিতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। সেখানে পরিব্হণ উল্লেখ করে দেওয়া হবে, ২০১৮ সালের সরকার নির্ধারিত বাস ভাড়াই নিতে হবে বাসমালিকদের। পাশাপাশি টাঙাতে হবে ভাড়ার তালিকা। বাড়তি ভাড়া নিলে সেই মালিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী মেহাশিস চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার পরিবহণমন্ত্রী বলেন, আদালতের নির্দেশ মেনেই আমরা বাসমালিকদের জানাচ্ছি, বাড়তি ভাড়া না নেওয়ার জন্য। এবং প্রত্যেক বাসে ফেরার চার্ট টাঙানোর জন্য। বেসরকারি বাসমালিক সংগঠনগুলোকে এবিষয়ে চিঠি আমরা পাঠাচ্ছি। যত শীঘ্র সম্ভব, সেই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। এবং ২০১৮ সালের যে ভাড়া সরকার ঠিক করেছিল, তাই নিতে হবে। পাশাপাশি অবশ্য মন্ত্রী এও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে, তাতে বাসমালিকরা ভাড়া বাড়াতো বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বেআইনিভাবে কোনওকিছু করাই ঠিক নয়।

মেহাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবেই বাসের ভাড়া বাড়াননি। সরকারি বাসে ২০১৮ সালের ভাড়ার তালিকা অনুযায়ীই ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি বাসে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আদালত জানিয়েছে, রেকর্ডাট টাঙাতে হবে বেসরকারি বাসে। সরকার তা জানিয়ে দেবে।

বাসভাড়া নিয়ে নিত্যযাত্রীদের অভিযোগের অন্ত নেই। সরকার নির্ধারিত ভাার থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া, বাসে ভাড়ার চার্ট টাঙানো, অভিযোগ জানানোর কোনও যথার্থ ব্যবস্থা না থাকা নিয়ে, ক্রমেই যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এই নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আদালত জানিয়েছে, কোনওভাবেই সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নেওয়া যাবে না। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিটি বেসরকারি বাস ও মিনিবাসে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা রাখতে হবে। ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য প্রতিটি বাসের ভিতরে ও বাইরে এলাকাভিত্তিক টোল-ফ্রি ফোন নম্বর লিখে রাখতে হবে। এসএমএসের মাধ্যমে অভিযোগ নিশ্চিত করতে হবে।



বুধিগ্রাম পঞ্চায়েতে বাতিনা গ্রামে বিজেপি থেকে বামে আসার সেই সভার একাংশ। ফটো : নিজস্ব

ভিতরের পাতায়

□ হাসপাতালের দেওয়ালের টাইলস খসে আহত রোগী। পৃষ্ঠা : ২ □ জনসংখ্যায় চিনকে টপকে গেল ভারত। পৃষ্ঠা : ৫ □ সিরিয়া সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক। পৃষ্ঠা : ৭





# শিল্প, শ্রম, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান

## ৯টি কোম্পানিতে আরও হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই

ভাষ্যকার

আবারও কর্মী ছাঁটাই করছে মেটা। এবার ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে তারা। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম-সব কোম্পানি থেকেই ছাঁটাই হবে। আজ বুধবারই শুরু হচ্ছে এ প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে মিডিয়া কোম্পানি ওয়াল্ট ডিজনিও শিগগির ছাঁটাই শুরু করতে যাচ্ছে। গত নভেম্বরে এক দফা কর্মী ছাঁটাই করেছিল মেটা। সেই সময় সিলিকন ভ্যালির অনেক কোম্পানি মন্দা পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খরচ কমাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটেছে। মেটাও তাদের কর্মীদের ১৩ শতাংশ ছেঁটে ফেলেছিল। এতে ১১ হাজার কর্মীর চাকরি গিয়েছিল মেটায়। দ্বিতীয় দফায় মেটায় চাকরি যেতে চলেছে আরও অন্তত ১০ হাজার কর্মীর। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পত্রিকা ব্লুমবার্গ নিউজের সূত্র জানিয়েছে, বুধবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেবে মেটা। সেই বিবৃতি তারা স্বচক্ষে দেখেছে বলেও দাবি করেছে পত্রিকাটি। মেটার প্রতিষ্ঠাতা জাকারবার্গ অবশ্য

গত মার্চেই ব্যয় কমাতে আরও এক দফা কর্মী ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, এপ্রিলের পর মে মাসে আরও এক দফা কর্মী ছাঁটাই করতে পারে মেটা। অন্যদিকে বিনোদন কোম্পানি ওয়াল্ট ডিজনি ১৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বের সবখানে সব বিভাগের কর্মী এ ছাঁটাইয়ের শিকার হবেন বলে জানিয়েছে ইকোনমিক টাইমস। ২৪ এপ্রিল থেকে কর্মীরা ছাঁটাইয়ের নোটিশ পেতে শুরু করবেন বলে জানিয়েছে তারা। অর্থাৎ সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ছাঁটাই। সারা বিশ্বে ডিজনির কর্মীর সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজার। ফেব্রুয়ারি মাসে ডিজনি ঘোষণা দিয়েছিল, বছরে ৫৫০ কোটি ডলার ব্যয় কমানোর অংশ হিসেবে তারা সাত হাজার কর্মী ছাঁটাই করবো।তবে সামগ্রিকভাবে বিনোদন থেকে কিছুটা সরে আসবে ডিজনি। ক্র্যাঞ্চাইজ সম্পদ ও সুপরিচিত ব্র্যান্ডে বেশি জোর দেবে তারা। সে জন্য বিনোদন বিভাগেই সবচেয়ে বেশি কর্মী ছাঁটাই হবে। ভিডিও স্ট্রিমিং



মার্কিন মূলক ও ইউরোপ জুড়ে চলমান শ্রমিক বিক্ষোভের একটি।

ফটো : রয়টার্স

থেকে তেমন একটা ব্যবসা না হওয়া এ ছাঁটাইয়ের অন্যতম কারণ। এদিকে ডিজনি ছাড়াও কমকাস্ট করপোরেশনের এনবিসি ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রস ডিসকভারি ইনকরপোরেশন ও প্যারামাউন্ট গ্লোবালের মতো মিডিয়া কোম্পানিতেও ছাঁটাই

হবে। ২০২২ সালে ব্রিটেনের প্রযুক্তি খাতে ছাঁটাইয়ের যে মজ্বল শুরু হয়েছিল, এ বছরও তা চলছে। লে অফ ডট এফওয়াইআইয়ের তথ্যা নুসারে, চলতি বছর ইতিমধ্যে ৫৯৪টি কোম্পানির ১ লাখ ৭১ হাজার ৩০৮ কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন। কেন এ ছাঁটাই : মহামারির

সময় বিশ্বের বিপুলসংখ্যক মানুষ ঘরে থেকে কাজ করেছেন। এতে তখন প্রযুক্তির চাহিদা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে ২০২০ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের জুনের মধ্যে বিপুল কর্মী নিয়োগ দিয়েছে বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি। কিন্তু এখন চাহিদা কমে যাওয়ায় কর্মীদের বিদায়

করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে বিপুল ছাঁটাইয়ের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। এআই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো। এতেই তৈরি হয়েছে অর্থসংকট। দ্য ইকোনমিস্ট বলছে, প্রযুক্তির যা

গতি-প্রকৃতি, তাতে এ মুহূর্তে এআই খাতে কেউই বিনিয়োগ কমানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না। কিন্তু এখনই তা থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ বেরোচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে কর্মী ছাঁটাই এবং তা করেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। আরও কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে : ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা আবারও কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। বুধবার মেটার আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হবে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।ইতিমধ্যে মেটা তাদের অধীন সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে এই কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা আসবে এমন প্রস্তুতিও তাঁদের নিতে বলা হয়েছে। এই ছাঁটাই কার্যকর হলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও রিয়েলিটি ল্যাবের অনেক কর্মী চাকরি হারাবেন। মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ বলেছেন, আবার কর্মী ছাঁটাই করার বিষয়টি পীড়াদায়ক হলেও ‘সক্ষমতার বছরের’ আরও ভালো ও দক্ষ কর্মীগোষ্ঠী তৈরি করতে

চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই নতুন করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত মাসে মেটা ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে যে পাঁচ হাজার পদ শূন্য রয়েছে, সেসব পদেও কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছিল। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে মেটা তাদের ১১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে। সে সময় ছাঁটাই হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ১৩ শতাংশ কর্মী। গত ৫ মাসের মধ্যে মেটা ২১ হাজার অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করল। গত বছরের শেষ তিন মাসে কোম্পানির আয় আগের বছরের চেয়ে কমে যাওয়ায় কর্মী ছাঁটাই শুরু করে মেটা। মেটা ২০২৩ সালকে ‘সক্ষমতার বছর’ বর্ণনা করে এর পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিতে মন্দা বাবস্থা মোকাবিলা করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ বলেন, আবার কর্মী ছাঁটাই করার বিষয়টি পীড়াদায়ক হলেও ‘সক্ষমতার বছরের’ অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

## কংসাবতী কংক্রিট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সম্মেলন

সংবাদদাতা



কংসাবতী কংক্রিট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সম্মেলনের আগে মিছিলের এলাকা প্রদক্ষিণ।

ফটো : নিজস্ব

পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাদুতলা কংসাবতী কংক্রিট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বুধবার ভাদুতলা কমিউনিটি হলে। সম্মেলনের আগে মিছিল করে শ্রমিকরা এলাকা পরিভ্রমণ করেন। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন বিপ্লব ভট্টা। শহিদ বেদিতে মালাদান করেন

বিপ্লব ভট্টা, বাবলু বিশ্বাস, মনি কুন্তল খামরুই সহ সংগঠনের সদস্যগণ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিপ্লব ভট্টা। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাবলু বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন মনিকুন্তল খামরুই। এছাড়াও সাধারণ শ্রমিকরাও আলোচনা করেন। আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের

শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। সম্মেলন থেকে বাবলু বিশ্বাসকে সভাপতি, মণিকুন্তল খামরুই কার্যকরী সভাপতি, উৎপল রায় সম্পাদক, শিবু বোশ ও অশোক চক্রবর্তী কোষাধ্যক্ষ সহ ১৩ জনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়।

## খড়গপুরে ডি আর এম দপ্তরে ২৫শে এআইটিইউসি-সিআইটিইউ-র যৌথ প্রতিবাদ আন্দোলন

সংবাদদাতা

দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ধীরে ধীরে বেসরকারিকরন করছে কেন্দ্রীয় সরকার, দেশের সুবিশাল রেলও রক্ষা পাচ্ছে না, মুখরোচক শব্দ বার বার ব্যবহার করা হচ্ছে,কখনও বলা হচ্ছে ১০০ দিনের একশান প্লান, কখনও বলা হচ্ছে অমৃত ভারত স্কীম, মূল বিষয় হচ্ছে, রেল বিক্রি, রেল ইঞ্জিন থেকে টিকিট কাউন্টার, রেল লাইন থেকে রেলের জমি, রেলের কোচ থেকে রেলস্টেশন, সর্বত্র করপোরেট হস্তান্তর চলছে, দেশের বহু শহর রেল নগরী নামে পরিচিত, বহু রেল কর্মচারী, বহু

জায়গায় বসবাস করেন কয়েক লক্ষ মানুষ, একটা বড় অংশের মানুষের কর্মসংস্থান রেল, কেউ চাকুরি করেন, তো কেউ ব্যবসা করেন, বহু মানুষ রেল বস্তুতে বসবাস করেন, সবাইকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে রেল, ইতিমধ্যে কোয়ার্টারগুলি ভাঙ্গা শুরু হয়েছে, রেল টিকিট চেকিং স্টাফদের সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল, মোটর সাইকেলে টিকিট চোটানোর কাজ করানো হচ্ছে, ৫৫ বছর বয়স, ৩০ বছর চাকুরি ডি আর এস প্রথা অব্যাহত, নতুন করে সার্ভিস বায়োডাটা জমা করতে হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেনতেন প্রকারে প্রধানমন্ত্রীর স্নেহধন্য আদানিকে সুযোগ করে দেওয়া, দেশের বিভিন্ন শহরে অনুমোদিত দোকান সরানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে, ধীরে ধীরে রেল বস্তুগুলি খালি করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং পুরোটাই

করপোরেট হস্তান্তরের চিন্তাভাবনা, মাননীয় রাষ্ট্রপতির নাম ব্যবহারিত হচ্ছে, নামকরণ হচ্ছে অমৃত ভারত স্কীম, জায়গা খালি করার জন্য ৭০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে, জায়গা করপোরেট হস্তান্তরের পর করপোরেট-এর কাছ থেকে টেন্ডার মাধ্যমে জায়গা ভাড়া দিয়ে মোটা টাকা মুনাফা করিয়ে দেওয়ার

চিন্তাভাবনা চলছে, পুঁজিপতিদের সুযোগ পাইয়ে দাও, তাই আমরা এই চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাই, বিষয়টি প্রতিবাদ জানিয়ে শীর্ষ রেল আধিকারিকদের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে, সাথে সাথে আগামী ২৫ এপ্রিল এআইটিইউসি-সিআইটিইউ-র উদ্যোগে খড়গপুর-র ডিআরএম অফিসের

সামনে দুপুর ১২টায় প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, এই প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র গ্রহণ করতে হবে, এবং গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই নীতি বদল, করপোরেটমুখি সরকার বদল করতে হবে। এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন এআইটিইউসি’র রাজ্য উপ সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ভট্টা।

## এআইটিইউসি’র অ্যাফিলিয়েশন ফি ও এইচ ফর্ম প্রসঙ্গে

ইউনিয়নের ২০২২ সালের এইচ ফর্ম রাজ্য শ্রম দপ্তরে জমা করা এমাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই, অবিলম্বে অ্যাফিলিয়েশন ফি ও এইচ ফর্ম-এর কপি এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তরে জমা করার ব্যবস্থা নিন। শ্রম দপ্তর প্রতি বছর ইউনিয়নের তরফে নির্ভুল এইচ ফর্ম জমা করার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যথায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে এমনকি ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত বাতিল করছে। সকলের কাছে অনুরোধ এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে এইচ ফর্ম ফিল আপ করুন এবং দপ্তরে জমা করার ব্যবস্থা নিন। পুনরায় উল্লেখ করা হচ্ছে প্রতি বছর অ্যাফিলিয়েশন ফি জমা করাও বাধ্যতামূলক।

উজ্জল চৌধুরী  
সাধারণ সম্পাদক  
এআইটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ কমিটি



## কালান্তর

## সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা □ ৬ বৈশাখ ১৪৩০ □ বৃহস্পতিবার

## সামান্য ক্ষতি!

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এখন তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে। সেই সঙ্গে জলকষ্ট। গরমে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মাঠে ঘাটে কাজ করতে বাধ্য হন, তারা সবাই দিশেহারা। অসুস্থ হয়ে দেশের নানান জায়গায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। এদের নীরব মৃত্যুর হিসেব আর কে রাখে? এমন প্রাকৃতিক দুর্ভোগ ও দুর্বিপাক হলে সরকারের মানুষকে সাধ্যমত রিলিফ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তার ছিটফোঁটা নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টে সরকারের নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণে অকারণে ১১টি প্রাণ বারে গেল কয়েক দিন আগে। আপনাসাহেব ধর্মাধিকারীকে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার দিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। অমিত শাহ আসবেন, অতএব লোক জড়ো করে মচ্ছব হবে না সে হয়। রবিবার প্রবল দাবদাহে খোলামাঠে ঠিকমত জমায়েত করার জন্য গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও কর্ণাটক থেকে লোক আনা হয়েছিল। এছাড়া মহারাষ্ট্রের গাঁ-গঞ্জের মানুষ তো ছিলেনই। সেদিন তাপমাত্রা ছিল ৪২ ডিগ্রি। যারা এসেছিলেন তাদের জন্য জল, রোদ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা ছিল না। অনুষ্ঠান চলেছে বেলা ১১টা থেকে একটা। একে নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কি বলা যায়। সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য দরদ থাকলে এত তীব্র গরমে এভাবে অনুষ্ঠান করা হত না। যতদূর জানা যায়, লাখ তিনেক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন রাজপুরুষদের ডাকে। অস্তুত ৬০০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে মৃতদের পরিবার বর্গকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে এমন মৃত্যুকে হত্যা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। কোন রাজপুরুষকে মহিমামণ্ডিত করতে এতগুলো প্রাণ বিসর্জন দিতে হল।

# ভারতীয় সংবিধান কি জয় শ্রীরাম ভক্তদের আসামীদের এনকাউন্টারে মেরে ফেলার অধিকার দিয়েছে?

পীযুষকান্তি বাল্য

অষ্ট্ৰে দিন ভারতের জয় শ্রীরাম ভক্তদের ধর্মীয় অধিকার। সংবিধানের আইন উত্তর প্রদেশের যোগীরাাজ। গত মূক ও বধির হয়ে থাকে। বৃহস্পতিবার ঝাঁসির পরিচা হয়তো সংবিধান প্রণয়ন যিনি জেলায় হাইওয়ের ধারে করেছেন তিনি একজন দলিত পুলিশের এনকাউন্টারে গ্যাংস্টার ও সমাজবাদী পার্টির ৫ বারের বিধায়ক ও ২ বারের সাংসদ আতিক আহমেদের ছেলে আসাদ আহমেদ ও তাঁর সঙ্গী মহম্মদ গুলাম নিহত হয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আইনজীবী উমেশ পালের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল তারা। আর এবার পুলিশের হেফাজতে ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের হাতে ১৭ রাউন্ড গুলি খেয়ে খুন হলেন আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ। স্বাভাবিকভাবেই দেশ জুড়ে যোগী আদিতানাথের এনকাউন্টার মে ঠোক দো ফর্মুলা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। যে ফর্মুলায় বিশ্বাসী মোদি-শাহের দাবি ছিল যে বিশ্বের দরবারে ফিয়ার ফ্রি স্টেট তকমা ভারতের একমাত্র রাজ্য উত্তর প্রদেশের পাওয়া হয়ে গেছে। সত্তর শতাংশ গুণ্ডাগিরি রাজ খতম হয়েছে যোগী জমানায়। ২০১৭ থেকে যোগী আদিতানাথ ক্ষমতায় এসেই মাফিয়া রাজ খতম করতে ও মানুষের মন থেকে ক্রিমিনালদের সম্পর্কে ভীতি দূর করতে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করেছেন যোগী আদিতানাথ। সঙ্গে আছে সংখ্যা লঘু মুসলিমদের ওপর বুলডোজার আক্রমণ। আর দলিতদের ওপর অত্যাচার তো

গত ১৩ এপ্রিল গ্যাংস্টার ও পলিটিশিয়ান আতিক আহমেদের ছেলে আসাদ ও সঙ্গী মহম্মদ গুলাম ঝাঁসি পুলিশ এনকাউন্টারে মেরে ফেলে উত্তর প্রদেশ সরকারের পুলিশ। এবং পুলিশের হেফাজতে ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের হাতে ১৭ রাউন্ড গুলিতে আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ খুন হওয়ায় ভারতীয় সংবিধানের অধিকার আজ প্রশ্নের মুখে। সুপ্রিম কোর্টের আইনে পুলিশ এনকাউন্টার সম্পর্কে নির্দেশনামা আছে তা যে যোগী আদিতানাথ মানেন না বারবার এনকাউন্টারে ঘটনা তার প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন উঠবেই যোগী জমানায় সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন উত্তর প্রদেশের পুলিশ পালন করেছে কিনা। এক মাফিয়া রাজ খতম করতে গিয়ে আর এক বজরদারাজের জন্ম দিচ্ছে। এটা তো এনকাউন্টার নয় বলা যেতে পারে ঠোক দো রাজ। যোগী রাজ্যে এন এইচ আর সি তদন্ত করার এজিয়ার বোধহয় নেই। আসাদের দাফনে থাকার আর্জি মঞ্জুর না হলেও আসাদের পাশে এবার আতিক আহমেদের দাফন হবে নিশ্চয়। ৪০ বছর ভুল পথে (গুণ্ডাগিরি দাদাগিরি) চলার মাশুল দিতে হল। অপরাধীর শাস্তি হবে আদালতে। আর যোগী রাজ্যে অপরাধীর শাস্তি হচ্ছে টিভি ক্যামেরার সামনে।

তিন আততায়ী সানি কুরানে, অরুণ মৌর্য ও লভলেশ তেওয়ারী যারা সাংবাদিক ছদ্মবেশে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে আতিক ও তাঁর ভাই আশরাফকে খুন করে। ধরা পড়ার পর তারা জয় শ্রীরাম ধর্নি দিতে থাকে। জেরায় তারা স্বীকার করেছে তারা বজরও দলের সদস্য। যোগী রাজ্য আজ উত্তর প্রদেশ নয় এনকাউন্টার প্রদেশ হিসাবে খ্যাতি লাভ করলো। আসলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মোট সদস্য এই মুহূর্তে ৭৮ জন। এর মধ্যে ৭০ জন কোটিপতি। কয়েকজনের সম্পত্তি ৫০ থেকে ১০০ কোটিরও বেশি। কোটিপতিদের পাশাপাশি ৭৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৪৩ অর্থাৎ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, অপহরণ ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ কোনো বিরোধীদের নয়। মন্ত্রীদের জমা দেওয়া হলফনামা নিয়ে সমীক্ষার পর এমন তথ্যই সামনে এনেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক ক্রাফটস বা এডিআর নামক একটি সংস্থা। এই যদি দেশের মন্ত্রিসভার হাল হয়। সেই বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তর প্রদেশের হাল এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সারা দেশে প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় সংবিধান কি জয় শ্রীরাম ভক্তদের আসামীদের এনকাউন্টারে মেরে ফেলার অধিকার দিয়েছে?

## বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তির ফাইল

## পেশে কেন সরকারের অনীহা

ভাষ্যকার

কোন যুক্তিতে বিলকিস মামলায় ১১ অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হলো, সেই সংক্রান্ত সরকারি ফাইল পেশে রাজি না হওয়ায় কেন্দ্র ও গুজরাট সরকারকে প্রবল ভৎসনা করলেন সুপ্রিম কোর্ট।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় ২১ বছরের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানুকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ সদস্যকে খুনের অভিযোগে ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। গুজরাট সরকার গত বছরের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁদের মুক্তি দেয়। মুক্তির পর অপরাধীদের বরণ করে সমাজে ফেরত নেওয়া হয়েছিল। সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা করা হয়। গত বছরের নভেম্বরে ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা করেন বিলকিস বানু নিজেও।

কোন যুক্তিতে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকার ১১ জনকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই ফাইলগুলো সর্বোচ্চ আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জোসেফ ও বিচারপতি নাগরঙ্গ। গত ২৭ মার্চের সেই নির্দেশের পরিস্ফুটিত কেন্দ্র ও গুজরাট সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বি ভি রাডু সুপ্রিম কোর্টকে বলেন, ফাইল পেশের নির্দেশ পর্যালোচনার জন্য দুই সরকার আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী সোমবার (২৪ এপ্রিল) পর্যন্ত সেই সময় মঞ্জুর করা হোক।

সলিসিটরের জবাবে বিচারপতিরা বলেন, সে সময় মঞ্জুর করা যেতেই পারে, তবে ফাইল পেশ না করার কী যুক্তি থাকতে পারে? আইন মেনে সরকার কাজ করে থাকলে ফাইল জমা দিতে আপত্তি কোথায়? বিচারপতিরা বলেন, সরকার যদি তা না করে, তাহলে আদালত যা বোঝার বুঝে নেবে। সোমবার রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার দিন। পরবর্তী শুনানি আগামী ২ মে।

কোন যুক্তিতে অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হলো, তা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি বিচারপতিরা মঙ্গলবার শুনানির সময় বলেন, কার শাস্তি কতটা মওকুফ করা হবে, তা নির্ভর করে অপরাধের চরিত্রের ওপর। এখানে তালিকায় চোখ রাখুন। একজন এক হাজার দিনের প্যারোল পেয়েছেন! আরেকজন ১ হাজার ২০০ দিনের! আরও একজন দেড় হাজার দিন প্যারোলে মুক্ত ছিলেন! গুজরাট সরকার কোন নীতিতে এমন করেছে? এটা তো কোনো সাধারণ খুনের মামলা নয়? দলবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড? আপেলের সঙ্গে কমলা লেবুর যেমন তুলনা টানা যায় না, তেমনিই সাধারণ খুনের ঘটনার সঙ্গে এই খুন ও ধর্ষণের ঘটনার তুলনা হয় না। বিচারপতি জোসেফ ও বিচারপতি নাগরঙ্গ বলেন, সরকার তার বিবেচনা বোধ কাজে লাগিয়েছে কি না, সেটাই মূল প্রশ্ন। কোন যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই বিবেচ্য। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের উদ্দেশ্যে বিচারপতিরা বলেন, আজ বিলকিসের সঙ্গে এটা হয়েছে। কাল অন্য যে কারও সঙ্গে হতে পারে। আপনার আমার সঙ্গেও হতে পারে। আপনারা যদি মুক্তিদানের কারণগুলো না দেখান, তাহলে আমরা আমাদের মতো উপসংহারে পৌঁছাব।

কোন যুক্তিতে গুজরাট ও কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে ফাইল দেখাতে চায় না, তা বিস্ময়ের। হতে পারে সংশ্লিষ্ট ফাইলে এমন কিছু আপত্তি তোলা



বিলকিস বানু

হয়েছিল, যা যুক্তিসংগত। কিংবা এমন কিছু তথ্য প্রকাশ হত পারে, যাতে বোঝা যাবে ওই অপরাধীদের মুক্তি দিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। সেই কারণে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে চাইছে দুই সরকার। কারণ যা-ই হোক, বিচারপতিরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার ফাইল জমা না দিলে আদালত তাঁর মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে।

গুজরাট সরকার বিলকিস বানু ধর্ষণ ও পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৯২ সালের নীতি অনুযায়ী। সেই নীতিতে বলা হয়েছিল, যেসব অপরাধী ১৪ বছর বা তার বেশি সাজা ভোগ করেছেন, তাঁদের ওই নীতিতে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। ২০১২ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট ওই নিয়ম অকার্যকর করে দেন। এরপর ২০১৪ সালে গুজরাট সরকার নতুন এক নীতি চালু করে। সেই নীতি চালু করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। নতুন সেই নীতি পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও অনুমোদন পায়।

নতুন নিয়মে বলা হয়, সিবিআইয়ের তদন্তে অপরাধী সাক্ষ্য হওয়া কিংবা খুন, ধর্ষণ বা দলবদ্ধ ধর্ষণের অপরাধীরা মুক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন না। বিলকিস মামলার ১১ অপরাধীকে গুজরাট সরকার ১৯৯২ সালের নিয়ম মেনেই মুক্তি দেয়। যদিও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ২০১৪ সালের নিয়ম বলব ছিল। সেই সিদ্ধান্তের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনও পেয়েছিল। মন্ত্রণালয় রাজ্য সরকারের আবেদনের নিষ্পত্তি করেছিল দুই সপ্তাহের মধ্যে। এত দ্রুত সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ঘটনাও নজিরবিহীন। স্পষ্টতই কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যেকোনো কারণেই হোক চাইছিল, অপরাধীরা মুক্তি পান। আরও পরিস্কার, সরকারি ফাইলে এমন কিছু তথ্য হয়তো রয়েছে, যা এত দিন জনসমক্ষে আসেনি এবং যা শাসক দল গোপন রাখতে আগ্রহী। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সিপিআইএম নেত্রী সাবেক সংসদ সদস্য সুভাসিনী আলি, তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মিত্র, সাংবাদিক রূপরেখা ভার্মাসহ অনেকে। তাঁদের একজনের আইনজীবী কপিল সিংবাল এজলাসে বলেন, ফাইল দেখলেই সব সত্যি প্রকাশিত হবে। কোনো সরকারেরই আর কিছু বলায় থাকবে না। আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা বলেন, অপরাধ যে জঘন্য, তা বলায় অপেক্ষা রাখে না। সেই কারণেই অপরাধীদের ১৪ বছর সাজা হয়েছে। তার অর্থ এই নয়, অপরাধীরা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এজলাসে বলেন, সিবিআইয়ের বিশেষ বিচারপতি ও তদন্তকারী পুলিশ সুপারের লিখিত আপত্তি সত্ত্বেও সরকার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লক্ষণীয়, ওই মুক্তির বিরোধিতা করেছিল সিবিআই, মহারাষ্ট্র সরকার, তদন্তকারী কর্তৃরাও।

প্থমটা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি। অস্পৃশ্যতা এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে মানুষ এমন একটা অপরাধ-এর দণ্ডভোগ করছে, যে অপরাধ করা না করাটা তার হাতে কদাচ ছিল না। কারণ তার জন্ম সম্পূর্ণত এমন একটা একটা জৈবিক সংঘটন, যা তার পক্ষে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব না। অথচ, এর শাস্তি হিসেবে তাকে, এবং তার পর-প্রজন্মকে অচ্ছুত হয়ে থাকতে হল। একটা কারণ অবশ্য বলা হল। সেটা হল, তুমি পূর্বজন্মে যে পাপ করেছিলে, তার কারণেই তোমার ‘নীচ কুলে জন্ম।’ এই পূর্বজন্মের ব্যাখ্যাটা আবার দ্বিতীয় দিকটার সঙ্গে যুক্ত : এ জন্মে উঁচু জাতির সেবা কর, পরের জন্মে মুক্তি লাভ করবে। অর্থাৎ, তুমি যা উৎপাদন করবে, সেই শ্রমের ফসলে তোমার কোনও হক থাকবে না, তার পুরোটাই দখল করবে সমাজের সেই অংশ, যে শ্রম করে না। করে না শুধু নয়, শ্রম না করাটাই তার জন্য সামাজিক বিধান। যেমন, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উঁচু জাতির লোক লাঙ্গল ধরবে না! সোজা কথা, সমাজের

উপন্ন দ্রব্য কীভাবে বণ্টিত হবে তার ব্যবস্থা হল জাতি কাঠামোর মধ্য দিয়ে : উঁচু জাতে জন্মালে হবে শাসক, শিক্ষক, আমলা, ইত্যাদি, আর নিচু জাতে জন্মালে হবে খেতমজুর, ডোম, চামার, প্রভৃতি। দুইয়ের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য, একপক্ষকে দেহশ্রম করতে হয় না, কিন্তু সামাজিক উৎপন্নের প্রায় পুরোটাই সে ভোগ করে, আর দ্বিতীয় পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট থাকে দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম, মানুষের বর্জ্য বহন থেকে নিয়ে যাবতীয় অমানুষিক কাজ, যার বিনিময়ে উদরপূর্তির নিশ্চয়তাটুকুও জোটে না। শুধু তাই নয়, নিচু জাতে জন্ম নেওয়া কোনও লোক পরিবেশ-পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে উন্নতির পথে এগোতে চাইলেও অনেক সময়ই তার নিচু জাতি তার পথ আটকে দাঁড়ায়। একটা কাহিনি বলি। আমাদের গ্রামের তেলি জাতির এক মানুষ কলকাতা শহরে এসে ভাতের হোটেলে ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে রান্নার

## কুড়মি আন্দোলনের শিকড়ের খোঁজে

কুমার রাণা

প্রতিবেদনটি প্রথম ‘মার্কসবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঐ পত্রিকার সৌজন্যে এখানে পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে।

—সম্পাদকমণ্ডলী, কালান্তর

২

কাজ শিখে ফেলেন। কিন্তু রান্নার ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ বংশের হতে হবে, অন্য কেউ রান্না করলে সে- হোটেল চলবে না। তা আমাদের গ্রামের সেই ব্যক্তি নিজের পদবি বদলে চক্রবর্তী পদবি এবং গলায় পৈতা পরে রান্নার কাজ আরম্ভ করলেন, এবং নিজের মালিকানায় একটা হোটেলও কিনে ফেলেছিলেন। বাদ সাধল, জাতি-জাতি-পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবার পর তাঁর হেনস্থার একশেষ। তিনি গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষাবাস করে হলেন। জাতি-পরিচয় লুকোনোর জন্য হাজারে হাজারে লোকে নিজেদের পদবী বদলাচ্ছে, এমন উদাহরণ বিরল নয়। এমন একটা সমাজে যেখানে জাতিগত নিপীড়নের

প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এমন এক নতুন চেতনা ও মতাদর্শের প্রয়োজন হয়, যে চেতনা ও মতাদর্শের উন্মেষ ও পুনরুদ্ভাবনে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা নানাভাবে বাধা দেয়। যেমন, জাতিগত নিপীড়ন যে আসলে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া, এবং জাতিগত নিপীড়ন দূর করতে হলে এই উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে। কিন্তু, এই চেতনার বিকাশ ঘটতে গেলে আবার কিছু প্রারম্ভিক চালকের দরকার হয়। যেমন, আধুনিক শিক্ষা, বিশ্বপৃথিবীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্যাবলী, এবং সর্বোপরি জাতিচেতন্যের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত এক নতুন নেতৃত্ব। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটির জন্য এত কিছুই প্রয়োজন হয় না, জাতিগত নিপীড়ন হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজের মজ্জাগত, এবং এই সামাজিক বিভাজনটি মানুষ জন্মজাত ভাবে দেখে, শেখে

ও আত্মস্থ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কুড়মি মাহাত্মদের ক্ষত্রিয় মর্যাদাভুক্তির দাবিতে আন্দোলন, প্রকৃতপক্ষে, এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার প্রকাশ। শুধু কুড়মি মাহাত্মাই নন, সেই সময় নিচু জাতের অনেক গোষ্ঠীই নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচিতি তুলে ধরতে থাকেন। যেমন মাল (মল্লক্ষত্রিয়), বাগদি (বর্গ ক্ষত্রিয়), পোদ (পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়), আগুরি (উগ্র ক্ষত্রিয়) প্রভৃতি। আবার কোনও কোনও জাতি নিজেদের উৎস থেকে বিযুক্ত হয়ে জাতি-কাঠামোর অপরের দিকে স্থান করে নেন। তিলি, সদগোপ, মাহিয়া প্রভৃতিএর উদাহরণ। যাই হোক, অন্যান্যদের মতোই কুড়মিদের পেশাগত জীবিকাতে হিন্দু উঁচু জাতের লোকের একাধিকার, তাঁদের মনে হল, সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিঙ্গিত নিজেদের জায়গা করে নেওয়ার একমাত্র উপায় নিজেদের জন্য জাতি-কাঠামোর ওপরের দিকে জায়গা করে নেওয়া।

# জনসংখ্যায় চিনকে টপকে বিশ্বের এক নম্বরে ভারত : রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট



বর্তমানে চিনের পর বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ভারতে।

ফটো : রয়টার্স

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের এক নম্বরে উঠে এল ভারত। পিছিয়ে গেল চিন। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট চমকে দেওয়ার মতোই। ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড জানাচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা এখন ভারতেই। চিনের থেকে ভারতের জনসংখ্যা অন্তত ২৯ লাখ বেশি। এক সময় জনসংখ্যার নিরিখে চিনই শীর্ষে ছিল। এবার চিনকেও টপকে গেল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে এখন জনসংখ্যা ১৪২.৮ কোটি, চিনে ১৪২.৫ কোটি। ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি, আর চিনের জনসংখ্যা ১৪১.২৪ কোটি। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশের বাস ছিল চিনে এবং

১৮ শতাংশের ভারতে। কিন্তু এখন এই সমীকরণ বদলে গেছে। বিশেষজ্ঞরা আরও পূর্বাভাস দিয়েছেন, অন্তত ১৫০ কোটি জনসংখ্যা দাঁড়াবে ভারতের। চিন থাকবে দ্বিতীয় স্থানে, ১১০ কোটির কিছু কম। গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা পেরোতে চলেছে ৮০০ কোটির গণ্ডি। ২০৩০ সালে তা ৮৫০ কোটি, ২০৫০-এ ৯৭০ কোটি এবং ২১০০ সালে বিশ্বের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হতে চলেছে ১০৪০ কোটিরও বেশি! সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান থাকবে ভারতেরই। ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের যে পূর্বাভাস করা হয়েছে, তার অধিকাংশই দেখা যাবে আটটি দেশে। যার মধ্যে রয়েছে ভারত, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মিশর, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া,

পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, তানজানিয়া। ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দুই জনবহুল অঞ্চল হল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া। এই দুই অঞ্চলের মধ্যেই পড়ছে ভারত এবং চিন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমানে জনসংখ্যা ২৩০ কোটি (বিশ্বের ২৯ শতাংশ)। অন্যদিকে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ২১০ কোটি জনসংখ্যা (বিশ্বের নিরিখে ২৬ শতাংশ)।

রিপোর্ট বলছে, ২০৩৭ সালের ভিতরে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে

## পেশায় শিক্ষিকা, নেশা দৌড়! সম্বলপুরী শাড়ি পরে ম্যাঞ্জেস্টার ম্যারাথনে দৌড়লেন মধুম্মিতা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : পরনে লালরঙা সম্বলপুরী হ্যান্ডলুম শাড়ি। এক নজরে শাড়িটি দেখলে পছন্দ হওয়ারই কথা। যাঁরা শাড়ি পরতে ভালবাসেন, তাঁরা জানেন যে সম্বলপুরী শাড়ির কারুকার্যের মধ্যে ওড়িশার ঐতিহ্য ফুটে ওঠে। শাড়িপ্রেমীদের সংগ্রহে অন্তত একটি সম্বলপুরী শাড়ি থাকা যেন বাধ্যতামূলক। কিন্তু মধুম্মিতা জেনার হাতে সেই শাড়ি অন্য মাত্রা পেল। ১৬ এপ্রিল ব্রিটেনের ম্যাঞ্জেস্টার ম্যারাথনে এই শাড়ি পরেই দৌড়তে দেখা গেল মধুম্মিতাকে। ব্রিটেনের ম্যাঞ্জেস্টার ম্যারাথন ২০২৩-এ ৪২.৫ কিলোমিটার দৌড়লেন ৪১ বছর বয়সি মধুম্মিতা। ৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে ৪২.৫ কিলোমিটার দৌড়েছেন তিনি। ওড়িশার কেন্দ্রাণ্ডায় জন্ম হলেও বর্তমানে তিনি থাকেন ম্যাঞ্জেস্টারে। সেখানকার একটি



এর আগেও বহু বার ম্যারাথন এবং আল্ট্রা ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছেন মধুম্মিতা।

ফটো : টুইটার

স্কুলের শিক্ষিকা তিনি। শাড়ি পরে মধুম্মিতার দৌড়নোর ছবি এবং ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।মধুম্মিতার প্রশংসার জয়জয়কার করছেন নেটব্যবহারকারীরা। কারও মতে, তিনি ওড়িশার গর্ব। কেউ আবার বলছেন, শাড়ি পরে দৌড়ে আপনি ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সফল হয়েছেন। তবে এই প্রথম বার নয়। এর আগেও বহু বার ম্যারাথন এবং আল্ট্রা ম্যারাথনে

অংশগ্রহণ করেছেন মধুম্মিতা। মধুম্মিতাকে কুর্নিশ জানিয়েছে অনেকের মন্তব্য, শাড়ি পরে দৌড়েনো খুব কঠিন ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে মধুম্মিতা বলেন, যিনি যে পোশাকে স্বচ্ছন্দ, তিনি তাতেই দৌড়তে পারেন। এর আগে শাড়ি পরে ম্যারাথন হয়েছে পুণে এবং কলকাতায়। কিন্তু ব্রিটেনের ম্যারাথনে শাড়ি পরে দৌড়ে অংশ নেওয়ার ঘটনা বিরল। ওড়িশার কন্যা যেন সকলের মধ্যে থেকেও নজির গড়ে ফেললেন।

## লখনউয়ে অর্গানিক রেস্টুরাঁ উদ্বোধনে প্রধান অতিথি গরু!

লখনউ, ১৯ এপ্রিল : সাধারণত কোনও নতুন দোকান বা রেস্টুরাঁ খুললে তার উদ্বোধনের জন্য প্রধান অতিথি হিসাবে খ্যাতনামী কাউকে নিয়ে আসা হয়। নিদেনপক্ষে পাড়া বা এলাকার সম্মাননীয় ব্যক্তিকে দিয়ে কিতে কাটানো বা উদ্বোধনের পর্ব সারা হয়। তবে এ সবের ধার ধারেনি উত্তরপ্রদেশের এক রেস্টুরাঁ। কোনও মানাগণ্য ব্যক্তি বা কোনও তারকাকে নিয়ে এসে উদ্বোধন করানো হয়নি। প্রধান অতিথি হিসাবে নিয়ে আসা

হল একটি গরুকে। পুজো দেওয়া হল। তার পর দোকান উদ্বোধনও হল। ঘটনাচক্রে, রেস্টুরাঁটি লখউয়ের প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ সুপার শৈলেন্দ্র সিংহের। তাঁর দাবি, রেস্টুরাঁয় যে সব খাবার পাওয়া যাবে সবই অর্গানিক। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশে এসেছে। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একটি গুরুকে সাজিয়ে রেস্টুরাঁয় নিয়ে আসা হয়েছে। শঙ্খ বাজিয়ে প্রধান



গরু এনে রেস্টুরাঁ উদ্বোধন লখনউয়ে।

ফটো : সংগৃহীত।

অতিথিকে বরণ করা হয়। তার পর তাকে নিজে হাতে খাওয়ান রেস্টুরাঁর মালিক। প্রধান অতিথিকে আলিঙ্গনও করতে দেখা যায় কয়েক জনকে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে রেস্টুরাঁর মালিক শৈলেন্দ্র বলেন, আমাদের কৃষি এবং অর্থনীতি গরুদের উপরই নির্ভরশীল। তাই গোমাতাকে দিয়েই আমাদের রেস্টুরাঁ উদ্বোধন করলাম। এর মধ্য দিয়েই জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে চাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

## ভারতজুড়ে গরম বাড়ছে লোডশেডিং-হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : চলতি সপ্তাহে ভারতজুড়ে তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেড়েছে। দাবদাহের সঙ্গে বেড়েছে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা। সতর্ক করে বলা হয়েছে, বাড়তি তাপমাত্রার কারণে লাখ লাখ মানুষ চরম ক্লান্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। হিটস্ট্রোকে মৃত্যুও বাড়তে পারে। ওড়িশার বাড়িপাড়ায় গত সোমবার তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছায়ে যায়। বছরের এ সময়ে তাপমাত্রা যে পর্যায়ে থাকে, সে তুলনায় তা প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাসহ কয়েকটি অঞ্চলে দাবদাহের সতর্কতা জারি করেছে। ভারতবাসীর অত্যন্ত উষ্ণ গ্রীষ্মকালের অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম নয়। গত বছর ভারতে গরম তুলনামূলক বেশি পড়েছিল। ওই দাবদাহে অসংখ্য মানুষ দুর্ভোগে পড়েছিল। এমনকি গরমে বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে চরম আবহাওয়া নিয়ে মানুষকে ভাবতে শেখায়। এবারও অনেকটা একই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। গরম বোঝ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়। বেড়ে যায় ফ্যানের ব্যবহার। এতে বিদ্যুতের চাহিদাও বেচে যায়। বাড়তি চাপ পড়ে ন্যাশনাল গ্রিডে। ব্যাে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা। এবারের গরমেও এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না।প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যখন আর্দ্রতা বেশি থাকে, তখন বাইরে কাজ করা মানুষের বিপদ বাড়ে। তাঁদের অনেককেই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ছাা কাজ করতে হয়। বিশেষত নির্মাণশ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, হকার, রিকশাওয়ালাদের। তাই প্রতিবছরই এসব পেশার অনেক মানুষ প্রচণ্ড গরমে হিটস্ট্রোকে মারা যান। এবারের গরমেও এ চিত্র দেখা যেতে পারে।ইতিমধ্যে এমন ঘটনাও ঘটেছে। মহারাষ্ট্রে ভূষণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ১১ জন হিটস্ট্রোকে মারা গেছেন। গত রোববার নভি মুম্বাইয়ের একটি উন্মুক্ত স্থানে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়ে ১টা পর্যন্ত চলেছে তা। অনুষ্ঠান চলার সময় নভি মুম্বাইয়ের তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অনুষ্ঠানস্থল লোকজনে ভর্তি ছিল। তবে তাঁদের মাথার ওপর কোনো ছায়ায় ব্যবস্থা ছিল না। বাড়তি গরমের সময় মানুষকে শীতল থাকার উপায় মেনে চলা ও স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আবহাওয়া দপ্তরের পরামর্শ, তাপের সরাসরি সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। হালকা, ঢিলেঢালা ও সুতির কাপ। পরতে হবে। বাইরে গেলে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। প্রচণ্ড গরমের কারণে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার চলতি সপ্তাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। অন্য কয়েকটি রাজ্যে স্কুলের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়েছে।

### মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের নির্দেশে

## ৩৫ বছর পর মন্দিরের কাজ থেকে বরখাস্ত দুই মুসলিম ব্যক্তি



মধ্যপ্রদেশের মাইহারের মা সারদা মন্দির।

ফটো : সংগৃহীত

ভোপাল, ১৯ এপ্রিল : ৩৫ বছর ধরে মন্দিরের সমস্ত কাজ করেছেন। কিন্তু এবার সরকারের কোপ পড়তে চলেছে মন্দিরের দুই মুসলিম কর্মীর উপরে। সরকারের নয়া নির্দেশিকায় সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুসলিম ব্যক্তির আর কোনও মন্দিরের কাজে অংশ নিতে পারবেন না। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এহেন সিদ্ধান্তে চট্টায় মাইহারের মা সারদা মন্দির। জানুয়ারি মাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সদস্যরা মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস দপ্তরের মন্ত্রী উষা সিং ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক সারেন তাঁরা। তারপরেই দপ্তরের তরফে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মন্দিরের কোনও কাজেই মুসলিমদের নিয়োগ করা যাবে না। মন্দিরের প্রশাসনিক কমিটিতেও ঠাঁই হবে না মুসলিমদের। দপ্তরের সচিব পুষ্পা কলশেরে সই করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা সারদা মন্দির থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে দুই মুসলিম কর্মচারীকে। স্থানীয় জেলা কালেক্টর অনুরাগ ভার্মা জানিয়েছেন, নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও সরকারের আইনে সাফ বলা আছে, ধর্মের ভিত্তিতে কোনও কর্মীকে তাঁর কাজ থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। এই নির্দেশিকার বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী উষা। জানা গিয়েছে, মদ ও মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়ে আলাদা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মাইহারে।প্রসঙ্গত, মাইহারের এই মা সারদা মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিংবদন্তি সরোদবাদক বাবা আলাউদ্দিন খানের নাম।

শক্তি পীঠের অন্তর্গত এই মন্দিরে এসে নিয়মিত সরোদ বাজাতেন তিনি। হিন্দু মন্দির হলেও সমস্ত ধর্মের সংমিশ্রণের সাক্ষী থেকেছে মা সারদা মন্দির। এবার সরকারি নির্দেশের জেরে কোপ পড়ল সর্বধর্ম সমন্বয়ের সেই ঐতিহ্যে।

## নিহত আতিকের স্ত্রীকেও ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ করা হল

লখনউ, ১৯ এপ্রিল : গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের স্ত্রী শায়িস্তা পারভিনও রয়েছেন যোগী পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। আইনজীবী উমেশ পাল খুনে আতিক, আশরফের পাশাপাশি শায়িস্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছিলেন উমেশের স্ত্রী। বস্তুত, উমেশ খুনের মূল অভিযুক্ত হিসেবে শায়িস্তার নামই আছে পুলিশের খাতায়। যোগী পুলিশের দাবি, মাফিয়া রাজে আতিকের যোগ্য সহধর্মিণীই ছিলেন শায়িস্তার। অপরাধের বহর তাঁরও কম কিছু নয়। আতিক, আশরাফকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন থেকেই নিখোঁজ শায়িস্তা। তাঁকেই এখন হনো হয়ে খুঁজছে পুলিশ। শ’খানেক অভিযোগ ছিল আতিক ও তাঁর ভাই আশরাফের বিরুদ্ধে। সেইসব অপরাধের অংশীদার আতিকের স্ত্রী শায়িস্তাও।

পুলিস জানাচ্ছে, উমেশ পাল খুনের পর থেকেই শায়িস্তা লাইমলাইটে চলে আসেন। গ্যাংস্টার পরিবারের আরও এক সদস্যের নাম উঠে আসে পুলিশের খাতায়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সুলেমসরাইয়ে বাড়ির সামনে খুন করা হয় উমেশকে। ২০০৫ সালে খুন হয়েছিলেন বিএসপি বিধায়ক রাজু পাল। সেই খুনে অন্যতম সাক্ষী ছিলেন উমেশ। উমেশের খুনের পর আতিক, ভাই আশরাফ, শায়িস্তা, আতিকের দুই ছেলে, সহযোগী গুড্ডু মুসলিম, গুলাম-সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন উমেশের স্ত্রী জয়া পাল। সেই



শায়িস্তা পারভিন। ফটো : টুইটার

অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই শায়িস্তা ফেরার। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ শায়িস্তার মাথার দাম ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করেছে। ছেলে ও স্বামীর খুনের পরেও সামনে আসেননি তিনি। শায়িস্তার বাপের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। সেখানেও পাওয়া যায়নি তাঁকে। কে এই শায়িস্তা পরভিন? বাবা পুলিশ, স্বামী মাফিয়া। তবে শায়িস্তা বিয়ের আগে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই ছিলেন। পড়াশোনা ক্লাস ১২ অবধি।

আতিকের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৯৯৬ সালে। তার আগে অবধি কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় নাম জড়ায়নি শায়িস্তার। বিয়ের পর থেকেই বদলে যায় শায়িস্তার জীবন। ২০০৯ সালের পর থেকে অপরাধমূলক নানা কাজে স্বামী আতিকের পাশাপাশি তাঁর নামও উঠে আসে।

খুন, জখম, অপহরণ, প্রতারণা সহ নানা অভিযোগ ছিল শায়িস্তার বিরুদ্ধে। পুলিশ খতিয়ে দেখেছে, ২০০৯ সালের পর থেকে শায়িস্তার নামে তিন থেকে চারটি কেস পুলিশের খাতাতেই ছিল। তার মধ্যে প্রতারণা, খুন সহ নানা ধারায় অভিযোগ দায়ের

## পুলওয়ামা কাণ্ডে শ্বেতপত্র দাবি করলেন সত্যপাল

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, প্রথম বারের ভোটারদের বলছি, আপনারদের প্রথম ভোট পুলওয়ামায় যে সব বীর শহিদ হয়েছেন, তাঁদের নামে সমর্পিত হতে পারে কি! সেই প্রচারের দৃশ্য তুলে ধরে আজ জম্মু-কাশ্মীরের



জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক।

ফাইল চিত্র।

হামলা হয়েছে। কিন্তু সত্যপালের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন, এটা অন্য বিষয়। সত্যপাল যেন মুখ বন্ধ থাকেন। ওই সাক্ষাৎকারেই সত্যপাল আভাস দিয়েছিলেন, পুলওয়ামায় জওয়ানদের মৃত্যুকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে। এ বার খোদ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যকে তুলে ধরে সে দিকে আরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন সত্যপাল। সেই প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, সত্যপাল স্বঘোষিত সত্যের পালনকর্তার আসল সত্য দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যপালের দাবি ছিল, সিআরপি বিমান জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত জওয়ানদের নিয়ে

হয়েছিল। ২০২১ সালে শায়িস্তা বিএসপিতে যোগ দিয়েছিলেন। উমেশ পাল হত্যাকাণ্ডের পরেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে শায়িস্তা পারভিনের নামই উঠে আসে। ২০০৫ সালে খুন হয়েছিলেন বিএসপি বিধায়ক রাজু পাল। সেই খুনে অন্যতম সাক্ষী ছিলেন উমেশ। উমেশের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় এবং অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের হয় শায়িস্তার বিরুদ্ধে। আতিক-পর্বের যবনিকা পতন, কিন্তু এই প্রশ্নগুলি উত্তরপ্রদেশ পুলিশের পিছু ছাড়ছে নাউমেশ খুনে শায়িস্তার স্বামী আতিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। শোনা যায়, আতিকের অনুপস্থিতিতে তার সিভিকিট চালাতেন শায়িস্তাই। এমনকী গ্যাংস্টার দলের গডমাদারও বলা হত তাঁকে।

তাঁর এক ডাকে থরথর কাঁপতেন এলাকার লোকজন। আতিকের চেয়েও বেশি ঠান্ডা মাথার ও কৌশলী ছিলেন শায়িস্তা। আতিকেরই এক আত্মীয় মহম্মদ জিশান পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর জমি হাতিয়ে নিয়ে ২৫ জন শ্যুটারকে পাঠিয়েছিলেন আতিক। তারা মাধ্যায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলেছিল, সব জমি শায়িস্তার নামে করে দিতে।

প্রতারণা ও তোলাবাজি করে জমানো টাকার দেখভাল করতে শায়িস্তাই। মাফিয়ারানি শায়িস্তাকেই এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

## ঠাণের বিজনেস পার্কে হঠাৎ আগুন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

ঠাণে, ১৯ এপ্রিল : মহারাষ্ট্রের ঠাণের বিজনেস পার্কে হঠা আগুন লাগল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ ওই আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি শপিং মলেও। স্থানীয়রা দমকল ও পুলিশকে খবর দেন।

হতাহতের কোনও খবর নেই।দমকল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঠাণে এলাকার ওই বিজনেস পার্কে লাগে আগুন। পাশে একটি শপিং মলেও তা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়েরাই দমকল এবং পুলিশকে

খবর দেন। দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।কী ভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল এবং পুলিশ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি এখনও পর্যন্ত।



# জেলায় জেলায়

## গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত ক্যানিং

# রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার নেতাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল। রাস্তায় ফেলে এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। বাঁশ, লাঠি, লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের মলরাপিয়া এলাকায়। এই ঘটনায়

গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী জহিরুল মণ্ডল। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন জহিরুল। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাড়িতে ফিরছিলেন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী জহিরুল। সেই সময় স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা

জহিরুলকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে থাকেন। প্রতিবাদ করেন জলিরুল।

অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন জন। মাটিতে ফেলে বেধড়ক

মারধর করা হয় তাঁকে। তাঁর নাক, মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর্দনাদ করতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মীরা দৌড়ে আসেন। সুযোগ বুঝে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান। সহকর্মীরা জহিরুলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। অন্যদিকে অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনার এলাকার বিধায়ক পরেশরাম দাস মুখ খুলতে চাননি। জহিরুল এলাকায় অঞ্চল

সভাপতির ঘনিষ্ঠ। তাঁর প্রতিক্রিয়া পেতে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বর্তমানে আলিপুর জজ কোর্টে রয়েছেন। গোটা বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানান।

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, তার আগে দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্র শাসকদলের কাছে আরও একটি বড় ইস্যু গোষ্ঠীকোন্দল। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এলাকায় বিধায়ক হলেন যুব পক্ষ, আর অঞ্চল সভাপতি অপর পক্ষ। এলাকার দখল নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে ঝামেলা ছিলই। এদিন তা প্রকট হয়। অঞ্চল যুব তৃণমূল কনভেনর জালালউদ্দিন সর্দার বলেন, ওরাই এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ওরা আইএসএফের সঙ্গে যুক্ত। বরং আমাদের কর্মীদেরই কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। ওদের নিজেদের পরেশরাম দাস মুখ খুলতে চাননি। জহিরুল এলাকায় অঞ্চল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

## শ্রমিক নেতা সাধন শীলের প্রয়াণ দিবস



সাধন শীলের প্রয়াণ দিবস পালনের এক মুহূর্ত। ফটো : নিজস্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৮এপ্রিল তাপস সিনহা এবং মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা এআইআরইসি’র সম্পাদক জেলার কাঁচরাপাড়া রেল অসিত সরকার। বক্তাদের ভাষেয় ওয়ার্কশপের জনপ্রিয় নেতা প্রয়াত কমঃ সাধন শীলের চতুর্থ প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এআইআরইসি’র উদ্যোগে ওয়ার্কশপ গোটের সামনে সিটি বাজারে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, উত্তর ২৪পরগনার জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য

শিবশঙ্কর গাঙ্গুলী, ইএমআরইউ’র উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর সংখ্যা প্রতিনিধি রবি সেন, চোখে পড়ার মতো ছিল। সভায় এআইটিইউসি প্রতিনিধি বিকাশ সর্ভাসভার আয়োজন করতে দাস, বীজপুর অঞ্চলের নেতা এবং ভারতের কমিউনিস্ট জটমিলের শ্রমিক নেতা পাটি বীজপুর আঞ্চলিক রামমিঠালী যাদব, পরিষদের সম্পাদক শ্যামল আইএনটিইউসি’র প্রতিনিধি ব্যানার্জি।

## চওড়া কম ও উচ্চতা বেশি ব্রিজ নিয়ে যানজটে নাজেহাল মেমারিবাসী



যানজটে নাজেহাল মেমারীবাসী এই ব্রিজের জন্য। ফটো : সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ব্রিজের চওড়া কম উচ্চতা বেশি। পাশাপাশি দুটি গাড়ি যেতে পারে না। আর তার জেরেই তীব্র যানজটে ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে মেমারিবাসীদের। এখানকার দলুইবাজার-২ পঞ্চায়েতের পশ্চিম পাল্লা গ্রামে যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম এই ব্রিজ। তবে এই ব্রিজ এতটাই কম চওড়া যে পাশাপাশি দুটো সাইকেলও যেতে পারে না। এদিকে ব্রিজটির উচ্চতা নিয়েও সমস্যা আছে। অস্বাভাবিক বেশি উঁচু হওয়ায় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ১৯৫৬ সালে এই ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকাল এই ব্রিজের কোনও সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে ব্রিজের বেশ কিছু অংশে ফাটল ধরেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে প্রায় ৫-৬ কিলোমিটার ঘুরে পাল্লা রোড অথবা বরসুল দিয়ে বর্ধমান শহরে নিয়ে যেতে হয়। পশ্চিম পাল্লা গ্রামে প্রায় দেড় হাজার মানুষের বসবাস। কিন্তু এই ব্রিজের কারণে তাঁদের সকলকেই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

## বিদ্যুৎ বিভ্রাট রাজ্যের বহু এলাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : অতিরিক্ত গরমে এসি-র নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে রাজ্যের বহু জায়গায় তৈরি হল বিদ্যুৎ বিভ্রাট। বিদ্যুৎ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের মত, ট্রান্সফর্মারে আননোন লোড থাকার ফলেই এই বিভ্রাট। আগাম না জানিয়ে এসি-সংযোগের ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট বেড়েছে কলকাতা ও শহরতলির সিইএসসি এলাকায়ও। বিদ্যুৎ সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে আচমকা সমস্যা বেড়ে যায়। গরম থেকে বাঁচতে অনেকেই এসি নিয়েছেন। কিন্তু সেগুলির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। এর ফলে ট্রান্সফর্মারে আননোন লোড বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি ট্রিপ করে যায়। কেবলেও আগুন লেগে যায় অত্যধিক লোডের ফলে। তবে রাজ্য বিদ্যুৎ বর্ণন নিগমের মোবাইল ড্যান অভিযোগ পেয়েই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে।

কলকাতা পুরসভার ৯৩

## নিয়ন্ত্রণহীন এসি ব্যবহার

নম্বর ওয়ার্ডে দাশনগর ও গোবিন্দপুরে সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। রাত সাড়ে বারোটার পরও তা মেরামত না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে সিইএসসি-র উপর। কিছু মানুষ পরিস্থিতি জানাতে রাতেই গিয়ে হাজির হন স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের বাড়িতে। কাউন্সিলর জানান, বিষয়টি কেএমসি বা রাজ্য সরকারের অধীনে নয়। পুরোপুরি বেসরকারি সংস্থা সিইএসসি-র আওতায়। তবুও সন্ধ্যা থেকে তিন-চারবার দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার আবিব রায়কে বলেছি। ওরা জানিয়েছে, কেবল পুড়ে গিয়েছে, সেটা পাল্টানোর জন্য দেরি হচ্ছে।

বাসিন্দাদের অনুরোধে রাত আড়াইটে পর্যন্ত গোবিন্দপুর ও দাশনগরে বিদ্যুৎ মেরামতের পর ঘরে ফেরেন কাউন্সিলর। পরিস্থিতির জেরে সোমবার দুপুরে সিইএসসি কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের টিম পাঠিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের ঘোষণা করে। বেলঘরিয়া, বিরাটি ছাড়াও সিইএসসি-র এয়ারপোর্ট, বাগুইআটি, আমহাস্ট স্ট্রিট, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, জোকা, হরিদেবপুরে বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের খবর আসে সিইএসসি-র কন্ট্রোল রুমে।

ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, বস্তুি এলাকায়ও প্রতিটি ঘরে দুটি বা তিনটি করেও এসি লাগানো হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সংস্থাকে জানানোও হয়নি। রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সল্টলেকের আইএ, আইবি বা নিউটাউনের সিই-তেও একইভাবে ট্রান্সফর্মার ট্রিপ করে গিয়েছিল। যদিও কোনও জায়গাতেই সাধারণ মানুষের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ভাওড়ের পোলেরহাটেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়।

# জলের দাবিতে মহেশতলায় মহিলাদের বিক্ষোভ



মহেশতলায় জলের দাবিতে মহিলাদের বিক্ষোভের এক মুহূর্ত।

ফটো : সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে তীব্র জলসংকট চলছে। ঠিক মত পানীয় জল না মেলায় এই গরমে পাশের বাড়ি গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। অনেকসময় তারা জল দিতে চাইছে না। ফলে অসুবিধা হচ্ছে মানুষের। এই তীব্র গরমে পানীয় জলের দাবিতে কলকাতা লাগোয়া মহেশতলায় মহিলারা পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয়দের দাবি, জলের সমস্যার কথা জানিয়ে আসায় এই গরমে পাশের বাড়ি গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। অনেকসময় তারা জল দিতে

তাঁরা নাজেহাল। এরই প্রতিবাদে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ পুরসভার পাইপলাইনের জল সঠিক সময় পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ এসেই জল চলে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত জল না পেয়ে অনেকেই এই গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে তাদের দাবি। এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। এক মহিলা জানান, তাঁদের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ঠিকভাবে জল না আসায় এই গরমে পাশের বাড়ি গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। অনেকসময় তারা জল দিতে

চাইছে না। ফলে অসুবিধা হচ্ছে। সবার পক্ষে জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। ফলে এই গরমে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কার্যত ছটফট করতে হচ্ছে মহেশতলার এই ওয়ার্ডের মানুষকে। এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মহেশতলা পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গরমে কোথাও কোথাও জলের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু জলের গাড়ি পাঠিয়ে সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডেও গাড়ি গিয়েছে। জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন। এলাকায় জলের গাড়ি পৌঁছানোর পর বিক্ষোভ উঠে যায়।

## বড়এগর তৃণমূল বিধায়কের শ্যালকের স্কুলে ডবল তালা

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : মুর্শিদাবাদের বড়এগর তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা এখন সিবিআই হেফাজতে। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই তার শ্যালকের স্কুলে বুলল জোড়া তালা।

ইতিমধ্যেই জীবনকৃষ্ণ সাহার স্ত্রী ও শ্যালকের চাকরি নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। কারণ দু’জনেই প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। জীবনকৃষ্ণ সাহা বিধায়ক হওয়ার পরেই এনারা দুজন চাকরি পান পিয়ারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলেরই মেন গেটে জোড়া তালা খুলিয়ে দেন স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক।

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, জীবনকৃষ্ণ সাহার শ্যালক এই স্কুলেই চাকরি করেন, যাতে অবাপ্তিতে কেউ স্কুলে প্রবেশ করে কোনও জরুরী নথিপত্র সরাতে না পারে সেই কারণেই ঘামবাসীদের নিয়ে স্কুলে তালা ঝোলানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে হুগলির ব্যান্ডেলের দক্ষিণ বলাগড়ে। পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়িতে চলে যাবেন, এই মর্মে মুচলেকা দেওয়ার পরে বন্দিদশা থেকে মুক্তি মিলেছে বলে অভিযোগ রূপা চট্টোপাধ্যায় নামে বছর পঁয়ত্রিশের ওই মহিলার। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরা জানান, রূপার বাপের বাড়ির তরফে চুঁচুড়া থানায় আরও বাড়ো।

সৌভিকের বিয়ে হয়। তাঁদের বছর দশেকের ছেলে আছে। বিয়ের বছর চারেক পরে সৌভিকের বাবা মারা যান। অভিযোগ, এরপর থেকেই স্বামী এবং শাশুড়ি গৌরীর উপর মানসিক অত্যাচার শুরু করেন। নানা অছিলায় ঘরে আটকে রাখা হত রূপাকে। সম্প্রতি অত্যাচার আরও বাড়ো।



চিলেকোঠায় ১২দিন ধরে আটকি গৃহবধু। ঘটনাস্থলে পুলিশ।

ফটো : সংগৃহীত

রূপার দাবি, সংসার ভেঙে যাওয়ার ভয়ে তিনি বাপের বাড়িতে কিছু বলতেন না। তাঁর অভিযোগ, স্বামী সৌভিক চট্টোপাধ্যায়কে আটক করেছে পুলিশ। তিনি বা তাঁর মা অবশ্য অভিযোগ মানেননি।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর পনেরো আগে সিদ্ধুরের বেড়াবেরি বাসিন্দা রূপার সঙ্গে

কথায় রাজি হন। তারপরেই ওই ঘর থেকে তাঁকে বেরোতে দেওয়া হয়। তিনি পাড়া-পড়শিদের বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে তাঁর বাপের বাড়ির লোকেরা চলে আসেন। আসে পুলিশ। এ দিন দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন অভিযুক্ত মা-ছেলে। পুলিশ দু’পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সৌভিককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। রূপা বলেন, বছরের পর বছর মুখ বুজেছিলাম। আর সহ্য করতে পারছি না। রূপার বাবা তপন বলেন, মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাব। এই পরিস্থিতিতে আর থাকতে হবে না। স্থানীয় বাসিন্দারা রূপার স্বামী-শাশুড়ির কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।



# সিরিয়ায় সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ১২ বছর পর সাক্ষাৎ বাশার আল-আসাদের সঙ্গে

দামাস্কাস, ১৯ এপ্রিল : দামাস্কাস সফরে গিয়ে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান।

দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে দামাস্কাসে যান সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে সোজা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে যান এবং সেখানে বাশার আল-আসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রিন্স ফয়সালের সফর সিরিয়া সংকটের একটি



সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ।

রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য রিয়াধের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ।

সিরিয়ার চলমান সংকটের

অবসান হলে দেশটিতে ঐক্য, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দেশটির আরব পরিচয় সংরক্ষিত থাকবে।

প্রিন্স ফয়সালের এ সফর বিগত ১২ বছরের মধ্যে কোনো সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সিরিয়া সফর। ২০১১ সালে সিরিয়ায় বিদেশি মদদে হিংস্রতা শুরু হওয়ার পর ২০১২ সালের মার্চে দামাস্কাসের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রিয়াধ এবং সিরিয়া থেকে নিজের সব কূটনীতিককে প্রত্যাহার করে নেয়।

মার্কের অনেক দিন কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ থাকার পর দুই দেশ গত মাসে নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হয়। বিগত মাসগুলোতে সিরিয়ার সঙ্গে তার আরব প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

## সাগরে ভাসছিল হাজারো কোটি টাকার কোকেন



ইতালির পূর্ব সিসিলির সমুদ্রে ভাসছে কোকেন বোঝাই হাজার হাজার পেট। ছবি টুইটারে পোস্ট করা ভিডিও থেকে নেওয়া

রোম, ১৯ এপ্রিল : ইতালিতে সাগরে ভাসমান অবস্থায় প্রায় দুই টন কোকেন পাওয়া গেছে। এই কোকেনের বাজার মূল্য ৪০ কোটি ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৪ হাজার ৬৫৯ কোটি টাকার বেশি। ইতালির পূর্ব সিসিলির সমুদ্রে ভাসতে থাকা মূল্যবান ও ভয়ংকর এ মাদক গত সোমবার বাজেয়াপ্ত করে দেশটির শুল্ক ও কাস্টমস পুলিশ। একে তারা এক অভিযানে রেকর্ড পরিমাণ কোকেন বাজেয়াপ্তের ঘটনা বলছে। ইতালির আর্থিক অপরাধ ও চোরালানবিরোধী সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রায় ৭০টি জল প্রতিরোধী প্যাকেটে এই কোকেন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্যাকেটগুলো সতর্কতার সঙ্গে আবদ্ধ (সিল) করা হয়েছিল। জেলেদের মাছ ধরার জাল দিয়ে সব কটি প্যাকেট একত্রে রাখা হয়েছিল। এর সঙ্গে আলো বিকিরণকারী একটি সংকেত ডিভাইস ছিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিচিত্র প্যাকেজিং পদ্ধতি ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য আলো বিকিরণকারী ডিভাইসের উপস্থিতির মতো আলামত দেখে মনে হয়, এই কোকেন কোনো পণ্যবাহী জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে পরে তা উদ্ধার করা যায়। ইতালির উপপ্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সালভিনি গত সোমবার টুইট করে বলেন, এই অসাধারণ অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে অভিনন্দন। তাঁর অবস্থান সব ধরনের মাদকের বিরুদ্ধে। গত জুনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইতালির পুলিশ ২০২১ সালে মোট ২০ টন কোকেন বাজেয়াপ্ত করে। এক বছরে এত কোকেন আগে কখনো বাজেয়াপ্ত হয়নি। ২০১৮ সালে দেশটিতে ৬ দশমিক ৬ টন কোকেন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

## সুদানে ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি

খার্তুম, ১৯ এপ্রিল : সুদানে লড়াইরত সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। দুই পক্ষের কমান্ডারদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন কথা বলার পর যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে। এর আগে রাজধানী খার্তুমে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক গাড়িরহরে গুলির ঘটনা ঘটে।

সুদানের ক্ষমতাসীন সামরিক পর্ষদের সদস্য সেনাবাহিনীর জেনারেল শামস আল-দিন কারাবাশি আমিরাতভিত্তিক আল-আরাবিয়া টেলিভিশনকে বলেন, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় যুদ্ধবিরতি শুরু হবে। তবে ২৪ ঘণ্টার বেশি এই যুদ্ধবিরতির সময় বাড়বে না। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলানাতাবে সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল-বুরহান ও আরএসএফ প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালে ওরফে হেমেদতির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এই দুজনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হওয়া লড়াইয়ে দেশজুড়ে কমপক্ষে ১৮৫ জন নিহত হয়েছেন। সুদানে দুই বাহিনীর মধ্যে চলা এই লড়াইয়ের ফলে কয়েক দশকের স্বৈরাশাসন ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে



সুদানে সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মুখে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাচ্ছে মানুষ। ফটো : এএফপি

দেশটির অসামরিক শাসনে ফেরার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমর্থিত পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে আরএসএফের প্রধানের অবস্থান সম্পর্কে কোনো কিছু প্রকাশ করা হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, অসামরিক লোকজন ও আহত ব্যক্তিদের সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি অনুমোদন করেছে আরএসএফ। এক টুইটে জেনারেল হেমেদতি আরও বলেন, ফোনালপে তাক্ষণিক করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে ব্লিন্কেনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। আরও আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে। ব্লিন্কেন বলেন, মার্কিন দূতের ওপর হামলার সঙ্গে আরএসএফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

বাহিনীর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে প্রাথমিক খবরগুলোতে জানা গেছে। তিনি এই কর্মকাণ্ডকে বৈপর্যায়ী আখ্যায়িত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ওই ঘটনায় মার্কিন দূতবাসের কর্মীরা অক্ষত রয়েছেন। মার্কিন কূটনীতিকদের প্রতি হুমকি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য মুঁকির কারণ হতে পারে জানিয়ে জেনারেল শামস কারাবাশি বলেন, দুটি প্রতিবেশী দেশ আরএসএফকে সহায়তা করার চেষ্টা করছে। তবে দেশ দুটির নাম উল্লেখ করেননি তিনি। এদিকে মঙ্গলবার সকালেও রাজধানীতে যুদ্ধবিমান উড়ে যাওয়ার পরপরই বিক্ষোভের শব্দ শোনা গেছে।

## মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতায় প্রস্তুত চিন

বেজিং, ১৯ এপ্রিল : মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত চীন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে এ কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। মঙ্গলবার চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম সিনহুয়ার এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দুই শীর্ষ কূটনীতিকের সঙ্গে এমন সময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিনের ফোনালাপ হলো, সম্প্রতি যখন বেইজিং



চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। ফটো : এএফপি ফাইল ছবি

নিজেকে আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সামনে এনেছে। সিনহুয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইলি কোহেনের সঙ্গে ফোনালাপে কিন

শান্তি আলোচনা শুরু করতে উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ উদ্যোগে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে চীন। কিন ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ আল-মালিকিকে বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব শান্তি আলোচনা শুরুর প্রতি চীনের সমর্থন রয়েছে। উভয়ের সঙ্গে ফোনালাপেই কিন দুই রাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন বলে চিনহুয়ার ভূমিকায় ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়। উল্লেখ, ২০১৪ সাল থেকে ইসরায়েল ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যে শান্তি আলোচনা স্থবির হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি চিন কূটনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা নাপুটে মনোভাব দেখাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে মার্চে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মধ্যস্থতা করেছিল বেইজিং। কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলের প্রধান কূটনৈতিক মধ্যস্থতাকারী

## হাতিকে সুস্থ করতে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন



অসুস্থ হাতিটি। ফটো : এএফপি

ইসলামাবাদ, ১৯ এপ্রিল : পাকিস্তানের করাচি চিরিয়াখানার একটি হাতি নুরজাহান। অসুস্থ থাকার কারণে সোমবার এ হাতিটির দেখাশোনার জন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে করাচির প্রশাসক ড. সৈয়দ সাইফুর রহমান। খবর জিও নিউজের। কমিটির সদস্যরা হাতিটি সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করবেন ও চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত থাকবেন এবং সার্বিক অবস্থা প্রশাসকের কাছে জানাবেন। সেই সঙ্গে হাতিটির সুস্থত্বের জন্য কোনো পরামর্শ বা সুপারিশ থাকলে তা প্রশাসকের কাছে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের।

এক বিবৃতিতে সাইফুর রহমান বলেন, পশুদের কল্যাণে যে কোনো পক্ষের প্রচেষ্টার সাধুবাদ জানায় করাচি মেট্রোপলিটন কর্পোরেশন (কেএমসি)। তিনি আরও বলেন, কেএমসি হাতিটির দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভিডিও কলের মাধ্যমে ফোর পাউসের (একটি বৈশ্বিক প্রাণী কল্যাণ সংস্থা) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাণীটির চিকিৎসা করা হচ্ছে।

এক সপ্তাহ আগে আমির খলিলের নেতৃত্বাধীন ফোর পাউস টিম কেএমসির আমন্ত্রণে নুরজাহানের অপারেশন করেছিল এবং হাতিটিকে পুনরুদ্ধারের জন্য ওষুধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল।

## এআইয়ের ছবি জিতল বিশ্বসেরার পুরস্কার, নিতে নারাজ বিজয়ী

বার্লিন, ১৯ এপ্রিল : সনি ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা শিরোপা পেয়েছেন বরিস এলড্যাগসন। আলোকচিত্রী জানান, তিনি এ পুরস্কার নেবেন না। পুরস্কার না নেওয়ার কারণটাও তিনি জানানেন। ছবিটা আদতে ক্যামেরায় তোলাই হয়নি বলেই তিনি পুরস্কারটি নিতে চান না। ছবিটিতে একজন নারীর পেছনে আরেক নারী দাঁড়িয়ে আছেন। সামনের ব্যক্তি শূন্যের দিকে তাকিয়ে। পেছনের ব্যক্তি সামনের নারীর ঘাড়ের মুখ গুঁজে আছেন।

এ ছবিই আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতে নিয়েছে। সনি ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডসে ছবিটি সেরার পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটি জার্মান আলোকচিত্রী ও শিল্পী বরিস এলড্যাগসনের। তবে তিনি পুরস্কার নিতে চান না। নিজের ওয়েবসাইটে তিনি জানান, এ পুরস্কার তিনি



পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই ছবিটি। ফটো : এআই সূত্রে প্রাপ্ত

নেবেন না। কেন নেবেন না, তা-ও জানিয়েছেন। কারণ, ছবিটি ক্যামেরায় তোলা হয়নি। পুরোটাই এআইয়ের কারসাজি। বিশ্বসেরা পুরস্কার জেতার পর বরিস এলড্যাগসন নিজের ওয়েবসাইটে লিখেছেন, তিনি একটু রসিকতার ছলেই ছবিটি প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন।

সেটা যে প্রথম হবে, তা ভাবেননি। এআইয়ে তোলা ছবি এই প্রথম বিশ্বসেরার শিরোপা জিতে নিল। তিনি বলেন, এআইয়ে তোলা ছবি আলাদা করে চেনার ক্ষমতা আছে কি না, তা দেখতেই তিনি ছবিটি প্রতিযোগিতায় পাঠান। সে ক্ষমতা যে নেই, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

## বেইজিংয়ে হাসপাতালে আগুনে ২৯ জনের মৃত্যু

বেজিং, ১৯ এপ্রিল : চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে মঙ্গলবার একটি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবরে জানা যায়, ফেংতাই জেলার চাংফেং হাসপাতালে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় প্রাণ বাঁচাতে কয়েকজনকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসতে এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রণ (এসি) ইউনিটগুলো আকড়ে ধরে থাকতে দেখা যায়। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে কিছু তথ্য প্রকাশ করে চীনা কর্তৃপক্ষ।



আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে বেজিং-এর সেই হাসপাতালটি।

বেইজিংয়ের দমকল বিভাগের কর্মকর্তা ঝাও ইয়াং জানিয়েছেন, চাংফেং হাসপাতালের একটি ভবনে অভ্যন্তরীণ সংস্কার কাজের স্থলিঙ্গ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এটি দাহ্য রঙের সংস্পর্শে আসলে

আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। বেইজিং পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর কর্মকর্তা সান হাইতাও বলেছেন, এ ঘটনায় দারিজে অবহেলার সন্দেহে হাসপাতালের পরিচালক, নির্মাণ শ্রমিকসহ মোট

১২ জনকে আটক করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহাদের মধ্যে ২৬ জন ভর্তি রোগী ছিলেন, যাদের গড় বয়স ৭১ বছর। সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন ৮৮ বছরের। এছাড়া একজন নার্স, একজন পরিচর্যাকর্মী এবং পরিবারের এক সদস্যও আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। আগুনের পর ৭১ জন রোগীসহ মোট ১৪২ জনকে নিরাপদস্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। বেইজিং মিউনিসিপ্যাল হেথ কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর লি অ্যাং বলেনছেন, বুধবার পর্যন্ত ৩৯ জন রোগী হাসপাতালটিতে রয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

## ইমু ধরতে ২০ মাইল ধাওয়া



ইমু মিমোর পেছনে হারিয়মান পুলিশের গাড়ি।

ওয়াশিংটন, ১৯ এপ্রিল : চোর-ডাকাত ধরতে পুলিশ হরহামেশাই ধাওয়া করে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বলে একটি পাখি ধরতে সেটির পেছন পেছন পুলিশের তিনটি গাড়ি নিয়ে ২০ মাইল ছুটেছে, বিষয়টি বিচিত্রই বটে। এমন ঘটনাই ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে। সম্প্রতি সেখানে একটি ইমু পাখি ধরতে এমন কসরত করতে হয়েছে পুলিশের সদস্যদের। ইমুটি তার মালিকের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর সড়কে সড়কে দৌড়াচ্ছিল। টেনেসির রোয়েন কাউন্টির বাসিন্দা হেরি

ম্যাককিনি দুটি ইমু পোষে। একটির নাম মিমো, অন্যটির নাম মিমি। ম্যাককিনি বলেন, মিমো তাঁদের ব্যারি ৭ ফুট উচ্চতার বেড়া লাফিয়ে পেরিয়ে যায়।ম্যাককিনি বলেন, মিমোকে না পেয়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি জানান দেন। এর পর থেকে ভিডিও পাঠাতে শুরু করেন। সেগুলোতে দেখা যায়, মিমো হারিয়মান শহরজুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আর পুলিশ সেটির

পেছন পেছন ছুটেছে। স্টিভেন ম্যাকডেনিয়েল নামের এক ব্যক্তি ইমুটির একটি ভিডিও ইউটিউবে দেন। এতে দেখা যায়, পাখিটি সড়কের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর সেটিকে পেছন থেকে হারিয়মান পুলিশের তিনটি গাড়ি অনুসরণ করছে।

অবশেষে পুলিশ তাঁদের প্রিয় মিমোকে শহরতলি থেকে ধরতে সক্ষম হয় উল্লেখ করে ম্যাককিনি বলেন, খবর পেয়ে তিনি মিমোকে আনতে সেখানে ছুটে যান। তখন পুলিশ সদস্যরা তাকে

পেছন পেছন ছুটেছে। স্টিভেন ম্যাকডেনিয়েল নামের এক ব্যক্তি ইমুটির একটি ভিডিও ইউটিউবে দেন। এতে দেখা যায়, পাখিটি সড়কের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর সেটিকে পেছন থেকে হারিয়মান পুলিশের তিনটি গাড়ি অনুসরণ করছে।

অবশেষে পুলিশ তাঁদের প্রিয় মিমোকে শহরতলি থেকে ধরতে সক্ষম হয় উল্লেখ করে ম্যাককিনি বলেন, খবর পেয়ে তিনি মিমোকে আনতে সেখানে ছুটে যান। তখন পুলিশ সদস্যরা তাকে

পেছন পেছন ছুটেছে। স্টিভেন ম্যাকডেনিয়েল নামের এক ব্যক্তি ইমুটির একটি ভিডিও ইউটিউবে দেন। এতে দেখা যায়, পাখিটি সড়কের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর সেটিকে পেছন থেকে হারিয়মান পুলিশের তিনটি গাড়ি অনুসরণ করছে।

অবশেষে পুলিশ তাঁদের প্রিয় মিমোকে শহরতলি থেকে ধরতে সক্ষম হয় উল্লেখ করে ম্যাককিনি বলেন, খবর পেয়ে তিনি মিমোকে আনতে সেখানে ছুটে যান। তখন পুলিশ সদস্যরা তাকে

জানান, তাঁরা পাখিটির পেছনে ২০ মাইল পথ ছুটেছেন। এ সময় পাখিটির গতি ঘটায় সবেচ্ছ ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল।

ম্যাককিনি বলেন, মিমোর পালিয়ে যাওয়ার প্রথম দিন ছিল বুধবার। পুলিশ একে উদ্ধার করে দিলে তিনি সেদিনই বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরদিন বৃহস্পতিবার একই কাণ্ড ঘটায় মিমো।

তবে সেদিন এক ঘটনার মাধ্যম তাঁর স্ত্রী পাখিটিকে ধরতে সক্ষম হন। মিমোর পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতে বেড়ার উচ্চতা দুই ফুট বাড়িয়েছেন বলে জানিয়েছেন ম্যাককিনি দম্পতি।



# আইপিএলে ফের গড়াপেটার ছায়া! মহম্মদ সিরাজকে প্রস্তাব জুয়াড়ির

মুহাই, ১৯ এপ্রিল : আইপিএলে ফের ম্যাচ গাণ্ডেটার ছায়া। এবার মহম্মদ সিরাজকে বিতর্কিত প্রস্তাব জুয়াড়ির। দ্রুত ঘটনাটির কথা বিসিসিআইকে জানানো ভারতীয় পেসার। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বিসিসিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখা।

ভারতীয় বোর্ডের তরফে এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর মহম্মদ সিরাজ বোর্ডকে জানিয়েছেন, আইপিএল চলাকালীন এক অজানা ব্যক্তির ফোন পান তিনি। ওই ব্যক্তি আরসিবি পেসারের কাছে দলের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি নিজেকে



বাসচালক বলে পরিচয় দেন। হায়দরাবাদের ওই বাসচালক আইপিএলের ম্যাচগুলিতে নিয়মিত জুয়া খেলেন। সম্প্রতি জুয়া খেলতে গিয়ে বহু টাকা ক্ষতি হয়েছে তাঁর। সেকারণেই বেসাল্লুর অন্দরের খবর জানতে চেয়ে সিরাজকে ফোন করেন

তিনি। সিরাজ সেই ফোন পাওয়ার পরই সচেতনতার সঙ্গে সে খবর বিসিসিআইয়ের আন্টি কোরাপশন ব্যুরোকে জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের দুর্নীতিদমন শাখা পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই

গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিসিসিআই দুর্নীতির সঙ্গে কোনওরকম আপস করবে না। তবে এই মুহূর্তে এ নিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আইপিএলে গড়াপেটা কাণ্ড এই প্রথম নয়। এর আগে একাধিকবার কলঙ্কিত হয়েছে কোটি টাকার টুর্নামেন্ট। ২০১৩ সালে গড়াপেটার দায়ে গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল শ্রীশঙ্খ, অজিত চাণ্ডিলা, অক্ষিত চৌহানদের। এমনকী পরবর্তীকালে গড়াপেটার দায়ে চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালসকে গড়াপেটা জড়িত থাকার অপরাধে দু'বছরের জন্য নির্বাসিতও করা হয়েছিল।

## আইপিএল চলাকালীন সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে বিবাদ! প্রায় ৮০ কোটি ছাড় বোর্ডের

মুহাই, ১৯ এপ্রিল : আইপিএল এখন মহাগগনে। এরই মধ্যে সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পাল বিসিসিআই! শেষে সম্প্রচারকারী সংস্থাকে দিতে হল মোটা টাকাও।

আসলে বিসিসিআই ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্টারের সঙ্গে ৫ বছরে ৬১৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। সেই মেয়াদ ৩১ মার্চ শেষ হয়েছে। কথা ছিল এই ৫ বছরে মোট ১০২টি ম্যাচ সম্প্রচার করবে স্টার। কিন্তু তার বদলে ১০৩টি ম্যাচ সম্প্রচারিত হয়েছে। কারণ এই সময়ে ভারতে ১০৬টি ম্যাচই হয়েছে। স্টার এখন বলছে, ওই অতিরিক্ত ১টি ম্যাচ সম্প্রচার করার খরচ বাবদ তাদের ১৩৯ কোটি টাকা ছাড় পাওয়া উচিত।

শুরুতে ভারতীয় বোর্ড সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সামনের মরশুমের জন্য নতুন করে মিডিয়া স্তরের টেন্ডার ডাকার আগে ব্যাপারটা নিয়ে একটি রফাসূত্রে আসতে চাইছিল বিসিসিআই। সেকারণেই বোর্ডের তরফে ৭৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ছাড় হিসাবে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই টাকটাকে ছাড় বলায় আপত্তি রয়েছে স্টার স্পোর্টসের। তারা বলছে ১০২টি ম্যাচের জায়গায় ১০৩টি ম্যাচ সম্প্রচার করতে হয়েছে, সুতরাং এই টাকটা তাঁদের প্রাপ্য। একে ছাড় বলা ঠিক নয়। এখানে ছাড়ের কোনও প্রশ্নই উঠছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে বিসিসিআইয়ের কোনও ভুল বোঝাবুঝি হল?

আইপিএলের মধ্যে এই কাণ্ডটি ঘটে যাওয়ায় প্রশ্ন আরও জোরাল হচ্ছে। আসলে আইপিএলের জনপ্রিয়তা প্রত্যাশিতভাবেই তুঙ্গে। কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিছু হচ্ছে না টেলিভিশনে সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টারের। কারণ আইপিএলের যে বিরাট দর্শক, তার একটা বা অংশই বুকছে মোবাইলে। লাভের গুড় মূলত পাচ্ছে জিও সিনেমা। তাতে এমনিতেই মোটা লোকসানের আশঙ্কায় স্টার। তবে আইপিএলের সঙ্গে এই ছাড়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

## আইপিএলে প্রথম উইকেট অর্জুনের, ছেলের সাফল্যে বিশেষ বার্তা শচীন

মুহাই, ১৯ এপ্রিল : দীর্ঘদিন মুহাই ইন্ডিয়ালের স্কোয়াডে থাকার পর অবশেষে আইপিএলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। জীবনের দ্বিতীয় আইপিএল ম্যাচেই উইকেট তুলে নিয়েছেন অর্জুন তেডুলকর। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বেশ কঠিন পরিস্থিতিতে বল করতে এসে দলকে ম্যাচ জেতান। টুর্নামেন্টের মঞ্চ পূত্রের এহেন পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত শচীন তেডুলকর। ছেলেকে নিয়ে বিশেষ টুইট করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার।



মদলবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মুহাই। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২০ রান দরকার অরুণ্ড আর্মির। সেই সময়ে অনভিজ্ঞ অর্জুনের হাতেই বল তুলে দেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁর প্রতি অধিনায়কের ভরসার মর্যাদা রাখেন অর্জুন। শেষ ওভারে মাত্র পাঁচ রান দিয়ে তুলে নেন ভুবনেশ্বর কুমারের উইকেট। ১৪ রানে জয় পেয়েছে মুহাই ইন্ডিয়াস। প্রথমবার আইপিএলে উইকেট পেয়েছেন অর্জুন তেডুলকর। ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত শচীন টুইট করে বলেন, দুরন্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করেছে মুহাই। ব্যাট-বলে অসাধারণ ক্যামেরন গ্রিন।

সময়ের সঙ্গে আরও ভাল ব্যাটিং করছে ঈশান ও তিলক। প্রতিদিন আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে আইপিএল। এগিয়ে চলো ছেলেরা। এই টুইটের শেষেই ছেলের জন্য ছোট বার্তা মাস্টার ব্লাস্টারের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০১টি উইকেট পেলেও আইপিএলের বল হাতে সাফল্য পাননি শচীন। তাই ছেলের সাফল্য দেখে তাঁর মত, অবশেষে কোনও তেডুলকর আইপিএলে উইকেট পেলে। টানা তিন ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টে বেশ ভাল জায়গায় রয়েছে শচীন-অর্জুনের দল মুহাই।

## জয়ের পরে অর্জুন তেডুলকরের প্রশংসা রোহিতের মুখে



মুহাই, ১৯ এপ্রিল : কথায় বলে বাপ কা বেটা আর সিপাহী কা ঘোড়া। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শেষ ওভারে মারাত্মক চাপের মধ্যে দাঁড়িয়েও সচিন তেডুলকরের পুত্র অর্জুন তেডুলকর যে ওভারটা করলেন দলের হয়ে, তা ফের মেনে একবার এই কথাগুলোকেই মনে করিয়ে দিলা গত ম্যাচেই কেকেআরের বিরুদ্ধে আইপিএলে অভিনবক হয়েছিল অর্জুনের। আর তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচেই বল হাতে অনবদ্য পারফরম্যান্স করলেন জুনিয়র তেডুলকর। ২.৫ ওভার বল করে দিলেন মাত্র ১৮ রান। তুলে নিলেন তাঁর আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম উইকেটও। ভুবনেশ্বর কুমারকে শেষ ওভারে আউট করে এবং মাত্র পাঁচ রান দিয়ে দলের ১৪ রানে জয় নিশ্চিত করলেন তিনি। ম্যাচ শেষে অর্জুনের প্রশংসা শোনা গেল মুহাই ইন্ডিয়ালের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার গলাতেও। তিনি জানিয়েছেন শেষ ৩ বছর অর্জুন মুহাই দলের সদস্য। অর্জুন জানে ওকে কি করতে হবে। এ দিন যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।

এ দিন মুহাইয়ের ১৯২ রানের জবাবে ১৭৮

রানেই অলআউট হয়ে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। জয়ের পর মুহাই ইন্ডিয়াস অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, হায়দরাবাদে আমার প্রচুর স্মৃতি রয়েছে। আমি এখানে তিন বছর খেলেছি। দলের হয়ে আইপিএলের ট্রফিও জিতেছি। এখানে ফিরে আসতে পেরে আমি সত্যিই খুব ভালোবাসি। দলে নবীনদের থিতু হতে সাহায্য করাটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। আমাদের এই দলে বেশ কয়েকজন রয়েছেন যারা আগে আইপিএলে খেলেনি। আমাদেরকে তাদেরকে সবসময়ে পূর্ণ সমর্থন করতে হবে। সমর্থন পেলেই ওরা নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারবে। যেমনটা আমরা শেষ কয়েকটা ম্যা চে দেখেছি।

রোহিত আরও জানান, আমি ব্যাট হাতে এই মুহূর্তে যে খেলাটা খেলছি তাতে আমি খুশি। এই দলে আমার ভূমিকাটা আলাদা। আক্রমণাত্মক খেলে সুর বেঁধে দেওয়াটাই আমার কাজ। আমি জানি আমাদের কাউকে একটা বড় ইনিংস খেলতে হবে। আমাদের ব্যাটিং লাইন আপটা বেশ দীর্ঘ। আমরা চাই এই ব্যাটাররা ২২ গজে নেমে ভাঙরহীনভাবে খেলুক। আমরা গত মরশুমেও তিলককে (বর্মা) দেখেছি। আমরা সকলেই জানি ওর ক্ষমতা। ওর ব্যাটিংয়ের প্রতি মনোভাবটা আমার খুব ভালো লাগে। ও বোলারকে দেখে না, বলকে দেখে ব্যাট করে। আমরা নিশ্চিতভাবেই ওকে বেশ কয়েকটি দলের হয়ে খেলতে দেখতে চাই। অর্জুন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রোহিত বলেন, শেষ ৩ বছর অর্জুন মুহাই ইন্ডিয়াস দলের সদস্য। ও জানে তাকে কি করতে হবে। অর্জুন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। আজ একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। অর্জুন নিজের পরিকল্পনার বিষয়ে খুব স্বচ্ছ ধারনা রাখে। নতুন বলকে অর্জুন সুইং করানোর চেষ্টা করে এবং ডেথ ওভারে ইয়র্কার দেওয়া চেষ্টা করে।

## এফসি গোয়ার কাছে হেরে, গ্রুপে তৃতীয় হয়ে সুপার কাপ অভিযান শেষ মোহনবাগানের

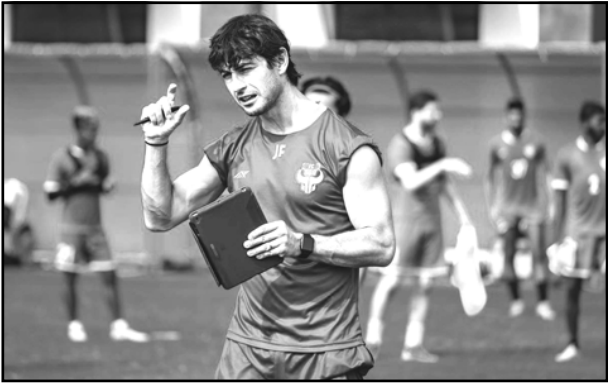
## দলের ফিটনেস সমস্যার জন্যই হার : ফেরান্দো

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা দ্বিতীয় হার দিয়ে হিরো সুপার কাপ অভিযান শেষ করল এটিকে মোহনবাগান। মদলবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে তাদের ১-০-য় হারায় আগেই আমরা এফসি গোয়া। মোহন একেবারে শেষ দিকে ডিফেন্ডার ফারেস আর্নওতের গোলে ম্যাচ জিতে নেয় এফসি গোয়া। হিরো আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হলেও হিরো সুপার কাপ মোটেই ভাল গেল না সবুজ-মেরুন বাহিনীরা। গত ম্যাচে জামশেদপুরের কাছে তিন গোলে হারের পর এ বার এফসি গোয়ার কাছেও হারল তারা।

এ দিন কোঝিকোড়ের ইএমএস কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে কোনও দলই খুব একটা আকর্ষণীয় ও উজ্জীবিত ফুটবল খেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে যাও আক্রমণের ঝাঁঝ ছিল, প্রথমার্ধে একেবারেই তা পাওয়া যায়নি। সারা ম্যাচে গোলশূন্য থাকার পরে ৮৯ মিনিটের মাথায় গোলকিপার বিশাল কয়েথের একটি ছোট ভুলের খেসারত দিতে

হয় এটিকে মোহনবাগানকে। এই হারের ফলে তিন ম্যাচে মাত্র তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তিন নম্বর দল হিসেবে শেষ করল তারা। ছ'পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রইল এফসি গোয়া। আগামী ৩ মে এটিকে মোহনবাগানকে এফসি কাপের বাছাই পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্লে-অফে মুখোমুখি হতে হবে হায়দরাবাদ এফসি-র। এই হারের পর ওই ম্যাচের জন্য আত্মবিশ্বাস ফিরে পান কি না সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা, সেটাই দেখার। গ্রুপ থেকে জামশেদপুর এফসি আগেই সেমিফাইনালে উঠে যাওয়ায় এটি ছিল গুরুত্বহীন ম্যাচ। তাই প্রথম এগারোয় চার-চারটি পরিবর্তন করে দল নামান এটিকে মোহনবাগান কোচ হ্যান বেরান্দো। গত ম্যাচের প্রথম এগারো থেকে বাদ পড়েন আশিস রাই, হুগো বুমৌস ও মনবীর সিং। প্রীতম কোটাল ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের জায়গায় ফেরদিকো

গায়েগো, আশিক কুরুনিয়ান, লালরিনলিয়ানা হামতে ও কিয়ান নাসিরিকে প্রথম দলে রাখা হয়। প্রথমার্ধে কোনও দলই খুব একটা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেনি। মূলত মাঝামাঝি নির্ভর ফুটবল খেলে দু'পক্ষই। যেটুকু আক্রমণ হয়, তার বেশিরভাগটাই আসে এটিকে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে। প্রথম ৪৫ মিনিটে মোট পাঁচটি শটের মধ্যে তিনটি গোলে রাখে কলকাতার দল। এফসি গোয়া সেখানে ছ'টি শট নিলেও তার একটিও গোলে ছিল না। বল দখলের লড়াইয়ে অবশ্য কার্লোস পেনার দলই এগিয়ে (৫৬-৪৪) ছিল। মোটের ওপর খুব একটা গতিময় ফুটবল খেলেনি কোনও দলই। শুরুতেই চার মিনিটের মাথায় নোয়া সাদাউই বা দিকের উইং থেকে একটি মাথা ক্রস ভাসিয়েছিলেন বক্সের মধ্যে। উদ্দেশ্য ছিল ব্রাইসন ফার্নান্দেজ। কিন্তু তিনি ঠিকমতো বলে পৌছতেই পারেননি। ১৬



মিনিটের মাথায় ডান দিক থেকে আশিক কুরুনিয়ানের গোলমুখী শট বাঁচান গোয়ার গোলকিপার অর্শদীপ সিং। এটিকে মোহনবাগানের হাইলাইন ফুটবলের সুযোগ নিয়ে ২০ মিনিটের মাথায় ইকের গুয়ারজেনা সবুজ-মেরুন গোলের সামনে চলে যান এবং শটও নেন, যা বিশাল কয়েথের রুখতে কোনও অসুবিধাই হয়নি।

এ দিন এটিকে মোহনবাগানের আক্রমণ বিভাগে দায়িত্বে ছিলেন আশিক, কিয়ান নাসিরি,

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কিছুটা বাড়লেও দুই দলের ফুটবলাররাই অসংখ্য ভুল পাস দিয়ে যান সমানে। শুরুতেই হামসিংয়ের চোটের জন্য স্ট্রোকে করে বের করে নিয়ে আসা হয় লিয়েন্ডার ডি'কুনহাকে। তাঁর জায়গায় নামেন সেভিয়ার গামা। এই অর্ধের শুরুতেই দামিয়ানোভিচের জায়গায় তিরিকে নামায় এটিকে মোহনবাগান। ৭০ মিনিটের মাথায় একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন ফেরান্দো। মনবীর, বুমৌস ও পুইতিয়া নামেন কোলাসো, গায়েগো ও কিয়ানের জায়গায়। উদ্দেশ্য আক্রমণের তীব্রতা বাড়ানো।

নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে গ্ল্যান মার্টিনের বদলে নামানো হয় সুমিত রাঠিকো। তাতে অবশ্য আক্রমণের গতি বা ধার কোনওটাই বাড়েনি। বরং ৮৯ মিনিটের মাথায় ম্যাচের একমাত্র গোল করে দলের জয়ের রাস্তা সুনিশ্চিত করে ফেলেন সেন্ট্রাল

ডিফেন্ডার ফারেস আর্নওত। তবে এই গোলে বিশাল কয়েথেরও অবদান ছিল যথেষ্ট। নোয়ার কর্নার কিক সোজা বিশালের হাতে গিয়ে পৌছয়। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে তাঁর হাত থেকে বল ফস্কে যায় এবং সেই বল হেড করে জালে জড়িয়ে দেন ফারেস (১-০)। পাঁচ মিনিটের বাড়তি সময়ে মনবীর ডানদিক দিয়ে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে সোজা গোলকিপারের হাতে বল তুলে দেন। এর পরে আর সমতা আনার সময় ছিল না। সারা ম্যাচে একটি শট গোলে রাখে এফসি গোয়া এবং একটিই গোলে। অন্যদিকে এটিকে মোহনবাগান চারটি শট গোলে রেখেও একটিও গোলে পরিণত করতে পারেনি। হিরো আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের কোচ ফেরান্দো এই বার্থতার জন্য মূলত দলের ফিটনেস সমস্যাকেই দায়ী করেন। মদলবার ম্যাচের পর তিনি টিটি সাক্ষাৎকারে বলেন, দল কিছু মুহূর্তে ভাল খেলেছে।